Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 25, 1430 Bangla, January 09, 2024, Tuesday, No. 09, 54th year

H I G H L I G H T S

AL has secured absolute victory in election held on 7th January. With this, Sheikh Hasina is going to become Prime Minister for fourth consecutive term. (DW: 12, R. Today: 17)

PM Hasina says, "All parties have the right to take their own decisions. If a party does not want to participate in elections, it does not mean that there is no democracy in country. (BBC: 5, VOA: 10)

CEC Kazi Habibul Awal says, 41.8 percent votes were cast in the 12th National Assembly elections. If anyone has doubts about this result, he called for a challenge. (Jago FM: 20)

Out of 28 parties that participated in elections, no candidate from 23 parties could win. All Trinamool BNP candidates were defeated. Members of 14-party alliance lost four of the six seats shared with AL. (R. Today: 17, 18)

JP declared party's candidate in 265 seats this time. In the end, Japa candidates managed to win only 11 of the 26 seats that were compromised with AL. (R. Today: 18)

AL GS Obaidul Quader says this election is a milestone for democracy. All conspiracies of BNP-Jamaat have failed. Those who did not participate in elections have no choice but to wait for five years. (VOA: 10, R. Today: 20)

JP Chairman GM Kader expresses his concern and says, overall election was not good. He believes this election will not be accepted. (R. Today: 29)

Experts say regarding opposition party in next national parliament, all who are electing are from boat symbol, or boat symbol's dummy candidates. As a result, there is no such thing as an opposition party in parliament." (BBC: 3-4, VOA: 10)

US State Department spokesman Matthew Miller says, BD's elections were not free and fair. Britain condemned "incidents of intimidation and violence" during election and expressed concern over the mass arrests of opposition members. (VOA : 9, 10)

UN HR chief expresses displeasure saying violence and repression on opposition candidates and supporters marred the atmosphere of Sunday's election. Adds, detaining thousands of opposition supporters is not conducive to a real (democratic) process." (VOA: 8)

US and Canada say, no observers were sent to observe January 7 elections. Those who observed the election did it as 'privately and 'independently' and did not represent the govt. (VOA: 10, R. Today: 17)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048 44813179** **Assistant News Controller: 44813047 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
পৌষ ২৫, বাংলা ১৪৩০, জানুয়ারি ০৯, ২০২৪, মঙ্গলবার, নং- ০৯, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

৭ই জানুয়ারি সম্পন্ন হওয়া দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ। এ নিয়ে টানা চতুর্থবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা এবং সব মিলিয়ে তিনি এই নিয়ে পাঁচবারের মতো বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছেন। (ডয়েচে ভেলে: ১২, রে. টুডে: ১৭)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "সব দলেরই তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে। কোনও দল যদি নির্বাচনে অংশ নিতে না চায় তার মানে এটা নয় যে দেশে গণতন্ত্র নেই। (বিবিসি: ৫, ভোয়া : ১০)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল। এ ফলাফলে কারো সন্দেহ থাকলে চ্যালেঞ্জের আহ্বান দিয়েছেন তিনি। (জাগো এফএম: ২০)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া ২৮টি দলের মধ্যে ২৩টি দলেরই কোন প্রার্থী জিততে পারেনি। তৃণমূল বিএনপির সব প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের সাথে ভাগাভাগি করে পাওয়া ছয়টি আসনের মধ্যে চারটিতে হেরে গেছেন ১৪ দলীয় জোটের শরিকরা। (রে. টুডে: ১৭, ১৮)

জাতীয় পার্টি এবার ২৬৫ টি আসনে দলটির প্রার্থী ছিল। শেষ পর্যন্ত ছাড় পাওয়া ২৬টি আসনের মাত্র ১১টি আসনে জিততে পেরেছেন জাপার প্রার্থীরা। সমঝোতার বাইরে কোন আসনে জিততে পারেনি দলটির প্রার্থীরা। (রে. টুডে: ১৮)

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, এ নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য মাইলফলক। বিএনপি-জামায়াতের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। যারা নির্বাচনে অংশ নেয়নি তাদের জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। (ভোয়া : ১০ , রে. টুডে: ২০)

বাংলাদেশের পরবর্তী জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কারা হতে যাচ্ছেন, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন, যারা নির্বাচন করছেন তারা নৌকা মার্কা, না হলে নৌকা মার্কার ডামি প্রার্থী। ফলে এই সংসদে বিরোধী দল বলে কিছু নেই।"
(বিবিসি: ৩-৪, ভোয়া : ১০)

বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, বলেছেন যুক্তরাষ্টের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। ব্রিটেন নির্বাচনের সময় সংঘটিত "ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার ঘটনার" নিন্দা জানিয়েছে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেপ্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। (ভোয়া : ৯, ১০)

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার টুর্ক সহিংসতা এবং বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর দমনপীড়নের কারণে রবিবারের নির্বাচনের পরিবেশ বিপর্যস্ত হয় বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন - বলেছেন "ভোটের আগে কয়েক মাস ধরে হাজার হাজার বিরোধীদলের সমর্থককে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে অথবা ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। ঐ ধরনের কৌশল সত্যিকারের (গণতান্ত্রিক) প্রক্রিয়ার পক্ষে সহায়ক নয়।" (ভোয়া : ৮)

সাতই জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়নি বলে জানিয়েছে। যারা কথা বলেছেন তারা 'বেসরকারি নাগরিক' হিসেবে এবং 'স্বতন্ত্রভাবে' নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তারা সরকারের কোনো প্রতিনিধিত্ব করে না। (বিবিসি: ৫, ভোয়া : ১০ রে. টুডে: ১৭)

বিবিসি

নতুন জাতীয় সংসদে কেমন হবে বিরোধী শিবিরের চেহারা?

বাংলাদেশের পরবর্তী জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কারা হতে যাচ্ছেন, এ নিয়ে দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন। ঢাকার তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "অনেকেই জিতেছে, বিরোধী দল কারা হবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় দূরে নয়। জাতীয় পার্টির অনেকেই জিতেছেন এবং ১৪ দলের ২জনের মতো জিতেছেন। যিনি লিডার অব দ্য হাউজ হবেন তিনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তার মানে নতুন প্রধানমন্ত্রী, নতুন লিডার অব দ্য হাউজ পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বুঝে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবেন", জানান ওবায়দুল কাদের। রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলার এক আলোচনায় বলেছেন, "অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রক্সি বিরোধী দল হবে। 'আওয়ামী স্বতন্ত্র লীগ' জাতীয় পার্টিকে নিয়ে বিরোধী দল গঠন করবে। এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে অনেক রাজনীতিবিদ নিজেদের ক্লাউন প্রমাণিত করে ফেলেছেন। তারা আর রাজনীতিবিদ থাকছেন না, সার্কাসের ক্লাউন হয়ে থাকবেন বাকি জীবন", বলেন মি. আহমেদ ।

রবিবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, "জাতীয় পার্টিকে কোরবানি দিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশে চালু হয় কি না তা নিয়ে আমরা কিছুটা শঙ্কিত।" সে বিষয়টি উল্লেখ করে মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, "তারা বরাবরই আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতা করে নির্বাচন করে। তবে আলাদা মার্কায়। আসন ভাগাভাগি হলেও সে সবের বিপরীতে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকায় তার এ আশঙ্কা ছিল। এখন জাতীয় পার্টিকে তিতা বড়িটা খেতে হবে। সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করতে হলে জাতীয় পার্টি আর বিরোধী দল থাকতে পারবে না। বিরোধী দলীয় রাজনীতির যে রূপান্তরটা হলো এটা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলবে আরো কিছুদিন" যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন বর্জনের পর জাতীয় সংসদে বিরোধী দল তৈরির অংশ হিসেবে বিএনপিকে ভাঙার তৎপরতা ছিল। তৃণমূল বিএনপি তৈরি করা, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখাতে দলীয় প্রার্থীর বিপরীতে স্বতন্ত্র বা ডামি প্রার্থী - সব ধরনের প্রচেষ্টাই ছিল সরকারের। মহিউদ্দিন আহমেদ বলছেন, "এখন 'হার ম্যাজেস্টিস অপজিশন' টাইপ হয়ে গেলো। তারা লয়্যাল অপজিশন হবে তাতে কোনও সন্দেহ নাই। এখানে আওয়ামী স্বতন্ত্র-লীগকে হয়তো পরবর্তীতে কিছু একটা নাম দিবে, যদি তাদের নেতা চান।"

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য ও বেশ কিছু সুপরিচিত নেতার পরাজয়কে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সাবেক স্থানীয় সরকার সচিব আবু আলম শহীদ খান বলছেন, "এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সংসদে বিরোধী দল বলে কিছু থাকবে না। কারণ যারা নির্বাচন করছেন তারা নৌকা মার্কা, না হলে নৌকা মার্কার ডামি প্রার্থী। ১৪ দলের ছয়জন প্রার্থীও নৌকা মার্কা নিয়েই সংসদে যাবেন। জাতীয় পার্টিও জনগণকে আগেই ধারণা দিয়েছেন তারা নৌকারই লোক। ফলে এই সংসদে বিরোধী দল বলে কিছু নেই", মনে করছেন তিনি। তিনি বলেন, "বিরোধী দল থাকবে না কিন্তু বিরোধী গোষ্ঠী থাকবে। বাংলাদেশে একটা নতুন গণতন্ত্র হতে যাচ্ছে।"মি. খান আরও বলেন, "নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, শিডিউল ঘোষণার পর থেকে সবাই জানে। যে নাটকীয়তা হয়েছে, তখন পরিষ্কার বুঝা গেছে কারা জিতবে। কয়েকটা আসন, যেখানে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সে সব ছাড়া নৌকা মার্কায় যারা নির্বাচন করবে তারাই জিতবে। ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-র নির্বাচন আসলে একই সূত্রে গাঁথা। ভিন্ন রূপকল্প রয়েছে, তবে, মূল লক্ষ্য ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতায় থাকা। তারা যাবতীয় সব প্ল্যান করেছেন। এ, বি ,সি অনুযায়ী কাজ করেছেন। সে লক্ষ্যে কাজ হয়েছে। ক্ষমতার কোনও পরিবর্তন হবে না। শেখ হাসিনাই প্রধানমন্ত্রী হবেন", বলছিলেন এই সাবেক স্থানীয় সরকার সচিব। কার্যকর বিরোধী দল সরকারের সাহায্যকারী উল্লেখ করে মি. খান আরও বলেন, "আমলা, পুলিশ এমন যারা পরিচালনাকারী তারা ঠিক মতো কাজ করছে কি না, তা বোঝার জন্যও সংসদে বিরোধী দল দরকার। সরকারকে তারা সাহায্য করবে। তবে আমাদের দেশে বিরোধী দলকে মনে করা হয় শত্রু। (শাসকরা) তাকে কোনও ভাবেই সহ্য করতে পারে না।"

সুশাসনের জন্য নাগরিকের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার আবার মনে করেন, "গণতন্ত্র মানে বহুদলীয় গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এই নির্বাচনটা বিরোধী দল খোঁজার নির্বাচন। না হলে গণতন্ত্র হয় না। এই প্রেক্ষিতে এ দেশের মানুষ পরাজিত হল। কারণ আবারও একটা বিতর্কিত নির্বাচন হল। এখন লেজিটিমেসি ক্রাইসিস তৈরি হবে। এই নির্বাচন নিয়ে, কমিশনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আছে", বলছিলেন মি. মজুমদার।"ফলে আলাপ আলোচনা করে, সংলাপ করে যে সমস্যাগুলো আছে চিহ্নিত করে যৌথভাবে সমাধান করতে হবে। তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ তৈরি করতে পারব। বিভাজনের রাজনীতির পরিণতি কিন্তু কারও জন্যই মঙ্গলজনক নয়", আরও জানাচ্ছেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে এবারের ভোট বর্জন করে। এ দাবিতে অসহযোগ কর্মসূচিও ঘোষণা করে দলটি। এই কর্মসূচিতে সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা,

ইউটিলিটি বিল না দিতে আহবান জানায় দলটি। একই সাথে নেতাকর্মীদের আদালতে হাজিরা না দিতেও নির্দেশনা দেয়া হয়। গত ২৮শে অক্টোবর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মহাসমাবেশ পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর থেকে চার দফায় ৫ দিন হরতাল এবং ১২ দফায় ২৩ দিন অবরোধ করেছে বিএনপি। এর মধ্যে ভোট বর্জনে অসহযোগের ডাক দিয়ে দ্বিতীয় দফায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণের কর্মসূচি দেয় দলটি। ২০১৪ সালে দশম সংসদ নির্বাচনও বর্জন করেছিল বিএনপি। নির্বাচন কমিশন জানায় সে নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোট পড়ে। ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপিসহ নিবন্ধিত সব দল অংশ নিলেও বড় ধরনের বিতর্ক ছিল সে নির্বাচন নিয়ে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৮.১.২৪ রিহাব)

প্রথম দিনেই শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাল যে ১১টি দেশ

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় দলটির সভাপতি তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন চীন, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তানসহ মোট এগারোটি দেশের রাষ্ট্রদূতরা। তবে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পশ্চিমা কোনও দেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাতে দেখা যায়নি। উল্টে কানাডা জানিয়েছে যে বাংলাদেশের নির্বাচনে তারা কোনও পর্যবেক্ষক পাঠায়নি। যে ১১টি দেশ শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে তারা হল চীন, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ব্রাজিল, মরক্কো, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, ভুটান এবং ফিলিপিন্স। সোমবার সকালে গণভবনে শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে এসব দেশের রাষ্ট্রদূতেরা তাদের নিজ নিজ দেশের 'অভিনন্দন বার্তা' পৌঁছে দেন।
এদিকে, বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাস তাদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সোমবার গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। এসময় চীনের নেতাদের পক্ষে থেকে শেখ হাসিনাকে 'উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভকামনা বার্তা' পৌঁছে দেন তিনি। শেখ হাসিনার সাথে আলোচনার সময় রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও তাকে আশ্বাস দেন যে, বাংলাদেশের আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে চীন সবসময় সবচেয়ে 'বিশ্বস্ত সহযোগী ও বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য বন্ধু' হিসেবে ভূমিকা রাখবে। মি. ইয়াও আরও বলেন যে, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষাসহ যে কোন বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে" বাংলাদেশকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবে চীন। এছাড়া অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনে বাংলাদেশকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত। প্রায় কাছাকাছি সময়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভিকেন্তিয়েভিচ মান্টিটাস্কি এবং ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে গণভবনে যান। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে জানিয়েছে যে, নির্বাচনে জয়লাভ করায় শেখ হাসিনাকে ভারত সরকার ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে 'উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা' জানিয়েছেন হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। শেখ হাসিনা সরকারের নতুন মেয়াদে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে বলেও এসময় আশা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা। এছাড়া আওয়ামী লীগ সংসদ নির্বাচনে সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ, নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী, শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার ধর্মপাল ওয়েরাক্কোদি, ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল, ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রদূত লিও টিটো এল. আউসান জুনিয়র, ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাউলো ফার্নান্দো ডায়াস ফেরেস, মরক্কোর রাষ্ট্রদূত মোহামেদ সাগরোচনি এবং সিঙ্গাপুর কনস্যুলেটের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স শিলা পিল্লাই।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় পেয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে গড়ে ৪১.৮% ভোট পড়েছে বলে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। অন্যদিকে, এই নির্বাচনকে 'প্রহসন' বলে আখ্যায়িত করেছে নির্বাচনে অংশ না নেওয়া অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি। এছাড়া ভোট কারচুপি এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের মিত্র জাতীয় পার্টিও। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ৪৪টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে এবারের নির্বাচনে অংশ নিয়েছে মাত্র ২৭টি দল। যদিও সব দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে শুরু থেকেই তাগিদ দিয়ে আসছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা দেশগুলো। কিন্তু শেষমেশ বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলোকে বাদ দিয়েই 'ডামি প্রার্থী' এবং তথাকথিত 'কিংস পার্টিদের' নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগই অবধারিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ফলে এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন। এই পটভূমিতে কোন কোন দেশ আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, সেটি নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ৭ই জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়নি বলে জানিয়েছে বাংলাদেশে অবস্থিত কানাডা হাইকমিশন। তারা বলছেন,পর্যবেক্ষক হিসেবে চিহ্নিত কানাডার দু'জন নাগরিক 'স্বতন্ত্রভাবে' নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। কাজেই নির্বাচন নিয়ে তাদের দেওয়া মতামতের সাথে কানাডা সরকারের কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই।
উল্লেখ্য যে, রবিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের একটি দল। এতে চন্দ্রকান্ত আর্য ও ভিক্টর ওহ নামে কানাডার দু'জন নাগরিক অংশ নেন। তখন 'ভোট

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে' বলে সাংবাদিকদের জানান মি আর্য। তার এই মন্তব্য যে কানাডা সরকারের বক্তব্য নয়, ফেইসবুক পোস্টে সেটাই পরিষ্কার করল কানাডা হাইকমিশন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৮.১.২৪ রিহাব)

বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি বলে দেশে গণতন্ত্র নেই, সে কথা ঠিক নয় : শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি বলে দেশে গণতন্ত্র নেই, সে কথা ঠিক নয়। বরং জনগণ যে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে সেটিই বড় বিষয় বলে দাবি করেছেন তিনি। গণভবনে নির্বাচন পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলে তিনি। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বলেন, "সব দলেরই তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে। কোনও দল যদি নির্বাচনে অংশ নিতে না চায় তার মানে এটা নয় যে দেশে গণতন্ত্র নেই। আপনাকে দেখতে হবে যে মানুষ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে কি না।"এর আগে বিবিসির পক্ষ থেকে তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, বিরোধী কোনও দল না থাকলে বাংলাদেশকে একটি সক্রিয় গণতান্ত্রিক দেশ বলা যায় কি না।

উল্লেখ্য যে গত ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটার ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল। মানবাধিকার সংস্থাগুলোও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দমনের প্রশ্নে এই সরকারের সমালোচনা করে আসছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "তারা কী করছে, আগুন দিয়ে মানুষ মারছে। ট্রেনে আগুন দিয়েছে। ... এটা কি গণতন্ত্র? আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি যখন সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে চাইবেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে...এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়, এটা সন্ত্রাসী কার্যক্রম। এ দেশে কেউ সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। মানুষ সন্ত্রাসী কার্যক্রম পছন্দ করে না", আরও জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা আমাদের ধৈর্য দেখিয়েছি। আমরা মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছি।" বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "তারা নির্বাচনে অংশ নিতে চায়নি। তারা মানুষের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া ঠেকাতে চেয়েছে। কিন্তু তারা সেটা পারেনি। কারণ মানুষ সচেতন। এছাড়া যদি গণতন্ত্রের আর কোনও সংজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে সেটা আলাদা। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এটা মানুষের অধিকার। যখন জনগণ অংশগ্রহণ করে, তারা তাদের সরকারের জন্য ভোট দেয়, তখন তাদের অংশগ্রহণই মূল বিষয়।" গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দল থাকাটা জরুরি, তা উল্লেখ করে আরেকজন সাংবাদিক এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি বিরোধী দলে ছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। আমাদের দলকে আমরা সংগঠিত করেছি। বিরোধী দলকে তাদের নিজেদের সংগঠিত করতে হবে। আপনি আমাকে বিরোধী দল গঠন করতে বলতে পারেন না। অবশ্য আপনি চাইলে আমরা সেটা করতে পারি। কিন্তু সেটা আসল বিরোধীদল হবে না।" প্রধানমন্ত্রী জানান, নির্বাচন নিয়ে যারা সমালোচনা করতে চায় তারা করতে পারে। সেটা তাদের স্বাধীনতা।" ভুল-ঠিক নিয়ে আমার নিজস্ব বিশ্বাস আছে। আমি সেটাতেই বিশ্বাস করি। হ্যাঁ, আমি ঠিক কাজটি করেছি। নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়েছে", যোগ করেন তিনি।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ক্ষমা করা হবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মি. ইউনূসের বিষয়টি শ্রম আদালতের বিষয়। তিনি শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেন। তার শ্রমিকদের ঠকিয়েছেন। শ্রমিকরা মামলা করেছেন। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কিছু করার নেই বলেও জানান তিনি। এর আগে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের নিয়ে ওই সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "এটা জনগণের বিজয়, এটা আমার বিজয় না। কারণ জনগণের যে অধিকার আছে, সরকার গঠন করার ক্ষমতা তাদের হাতে আছে, জনগণের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে সেটি নিশ্চিত হয়েছে। " প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এবারের নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, "এবারের নির্বাচন ব্যতিক্রমী হয়েছে। কারণ সাধারণত দল থেকে প্রার্থী নির্বাচন করা হলেও এবার তার পাশাপাশি প্রার্থিতা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। বিএনপি এবারের নির্বাচনে অংশ নেয়নি কারণ তারা আসলে নির্বাচনে অংশ নিতে চায় না এবং তারা ভয় পায়।"

৭ই জানুয়ারি সম্পন্ন হওয়া দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় নিশ্চিত করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ। এ নিয়ে টানা চতুর্থবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন তিনি। তবে এবারেরটিসহ সব মিলিয়ে তিনি এই নিয়ে পাঁচবারের মতো বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছেন। এর আগে প্রথম ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছিলেন তিনি। ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য জানিয়েছে, নির্বাচনে মোট ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। বাংলাদেশে এর আগের তিনটি নির্বাচন নিয়েও কম-বেশি বিতর্ক ছিল। তবে সবচেয়ে কম বিতর্কিত ছিল ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচন। সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩০টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসে। ঐ নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৮৬.২৯ শতাংশ। এরপর ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি বাংলাদেশে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে ভারতের কথিত 'হস্তক্ষেপ' থাকা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা দেখা দিয়েছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ঐ নির্বাচনে ৪০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়েছিল। এতে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি আসনে জয় পেয়ে সরকার গঠন করেছিল। টানা দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন শেখ হাসিনা। ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। অনেক জায়গায় ভোটগ্রহণ শুরুর আগেই মাঝরাতে শাসক দলের পক্ষে ভোট দেয়া হয়ে গেছে বলে জানা যায়। বিবিসি-ও সেই কারচুপির ভিডিও প্রকাশ করে। নির্বাচনের

দিনই মাঝপথে এই 'মধ্যরাতের নির্বাচন'কে বয়কট করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল বিএনপি। ২০১৮ সালের সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিসহ তাদের শরিক দলগুলো ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসনেই জয় পেয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা। সেই সরকারের অধীনেই এবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং এবারও বিপুল জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ। এর আগে ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪৬টি আসনে জয় পেয়েছিল আওয়ামী লীগ। সরকার গঠন করার জন্য পর্যাপ্ত আসন না থাকায় জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল আওয়ামী লীগ, যে সরকারে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন শেখ হাসিনা।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ৮.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অব আমেরিকা

বিএনপিকে আরো ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে : ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির এখন পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। সোমবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানী ঢাকার তেজগাঁওয়ে, আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন ওবায়দুল কাদের।" দেশের জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে অগ্নিসংযোগকারী, ১৯৭১ সালের পরাজিত শক্তি ও ১৫ আগস্টের খুনিদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে" বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত এবারও ব্যর্থ হয়েছে। বারবার নির্বাচন বর্জন করার পর এখন বিএনপির পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। বিএনপি এখন যেসব অভিযোগ এনেছে তা অবাস্তব ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। বিএনপিকে সত্য মেনে নেয়ার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, "আমরা নির্বাচনী ইশতেহারে যেসব অঙ্গীকার করেছি তা বাস্তবায়ন করবো।"" এই নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে" যোগ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। আগামী ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ জনসভা করবে বলে জানান তিনি।

এদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দাবি করেছে।" এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দিতে হবে, যে নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারবে" বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সোমবার (৮ জানুয়ারি) ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন। গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবির পক্ষে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) ও বুধবার (১০ জানুয়ারি) দুদিনের গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। মঈন খান বলেন, "দেশের জনগণ ৭ জানুয়ারির নির্বাচন একচেটিয়াভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।" আওয়ামী লীগ ডামি নির্বাচন করেছে, ডামি প্রার্থী দিয়েছে, ডামি পর্যবেক্ষক দিয়েছে, তবু ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিতে পারেনি। সরকারের প্রতি যদি মানুষের আস্থা থাকতো, মানুষ নিজেই ভোট দিতে আসতো" বলেন মঈন খান। নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডকে "নাটক" বলে উল্লেখ করেন মঈন খান। তিনি বলেন, নির্বাচন "ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে।""জনগণ ডামি নির্বাচন বর্জন করে প্রমাণ করেছে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন ভুয়া। নির্বাচন কমিশন দুই-একটা কেন্দ্র বন্ধ করে প্রমাণ করতে চেয়েছে সুষ্ঠু ভোট হয়েছে। এসব নাটক জনগণ বুঝে গেছে," তিনি বলেন। তিনি আরো বলেন, জনগণ সরকারের পরিবর্তন চায় এবং বিএনপি জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৪ এলিনা)

নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় শেখ হাসিনাকে ভারতের অভিনন্দন

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারতসহ ৭টি দেশ। সোমবার সকালে (৮ জানুয়ারি) সকালে ভারত, রাশিয়া, চীন, ভুটান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতরা গণভবনে শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তারা নিজ দেশ ও সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পৌঁছে দেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে প্রণয় ভার্মা ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পৌঁছে দেন। এ সময়, ভারতের পক্ষ থেকে দুই দেশের জাতীয় উন্নয়নের সমর্থনে দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্বে আরো শক্তিশালী অগ্রগতি প্রত্যাশা করা হয়। হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা আশা প্রকাশ করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নতুন মেয়াদে দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব আরো জোরদার হবে। হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের ভিত্তিতে এবং মুক্তিযুদ্ধে তাদের অভিন্ন আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি স্থিতিশীল, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভারত তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো এক অভিনন্দনপত্রে উল্লেখ করেন, তার গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন করেছে। আর, ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে ভুটান এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে আনন্দিত। অভিনন্দনপত্রে ভুটানের রাজা ভুটান ও

বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও বিশেষ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আস্থা প্রকাশ করেন। ভুটানের রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক, ভুটানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শিব নাথ রায়ের মাধ্যমে অভিনন্দনপত্র পাঠান।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এবং আওয়ামী লীগের বিজয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। সোমবার সকালে রাষ্ট্রদূত ইয়াও চীনা নেতাদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। চীনের রাষ্ট্রদূত জানান, দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্ব এগিয়ে নিতে, পারস্পরিক আস্থা বাড়াতে এবং বাস্তবিক সহযোগিতা আরো গভীর করতে, চীনা নেতারা তার সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া আগা খান ডিপ্লোম্যাটিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এর একটি প্রতিনিধি দল শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রবিবারের (৭ জানুয়ারি) সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সফলতার সঙ্গে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সোমবার (৮ জানুয়ারি) গণভবনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এ কথা বলেন শেখ হাসিনা।"আপনারা এসে দেখেছেন এবং আমাদের দেশের মানুষ কীভাবে ভোট দেয় তার সাক্ষী হয়েছেন। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে এমন দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করেছি;" বলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, জনগণ এই নির্বাচনে তার দলকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। এ ছাড়া, অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং অন্যান্য দলের কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে তার দলকে নির্বাচিত করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, "আপনারা দেখেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছি।"

রবিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তার দলের নিরঙ্কুশ বিজয়কে তিনি জনগণের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেন।বলেন, "এটা জয় আমার নয়। আমি মনে করি এটি জনগণের বিজয়।"আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। বিএনপির দিকে ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, একটি দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি, কারণ তারা সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ভয় পায়।"সামরিক স্বৈরশাসকদের হাতে জন্ম নেয়া দলগুলো নিজেদের চালাতে পারে না। তাদের জনসমর্থন নেই। সুতরাং তারা সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিতে ভয় পায়;" যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষায় সমর্থন অব্যাহত রাখবে ভারত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবার বিজয়ী হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মোদী বলেন, "আমি সফলভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই।" সোমবার (৮ জানুয়ারি) এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) শেয়ার করা এক বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। "আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের স্থায়ী ও জনকেন্দ্রিক অংশীদারিত্ব আরো জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ" উল্লেখ করেন নরেন্দ্র মোদী। এদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার পাঠানো অভিনন্দনপত্রে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদে তার দেশকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের অপরিবর্তনীয় অংশীদারিত্বের সব ক্ষেত্রে গভীরতর হতে থাকবে। "ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃদ্ধিতে সমর্থন অব্যাহত রাখবে ভারত" বলেন মোদী। অভিনন্দনপত্রে, বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত অগ্রগতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপির নতুন নির্বাচন দাবি, দুই দিনের গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচন দাবি করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। রবিবারের ভোট এক তরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে বিএনপি। সোমবার (৮ জানুয়ারি) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করা হয়। এসময় বৈধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন বিএনপি নেতারা। তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে, মঙ্গলবার ও বুধবার দুই দিনের গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেন, "দেশের জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে রবিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানানো রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে আমরা দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই।""বিভিন্ন হুমকি ও ভয়ভীতি সত্ত্বেও, সরকার ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে; বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খান। তিনি বলেন, "৭ জানুয়ারি কোনো নির্বাচন হয়নি। যা ঘটেছে তা ভোট ডাকাতি ও ভোট কারচুপি।"

বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, তাদের দল জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং তাদের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।" এর জন্য একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রয়োজন, যা গতকাল (৭ জানুয়ারি) হয়নি। তাই জনগণ এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে;" যোগ করেন নজরুল ইসলাম খান।" সবাই বলছেন যে ভোটার উপস্থিতি (ইসি) দেখিয়েছে তা ভুয়া" বলেন তিনি। নজরুল ইসলাম খান বলেন, "তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার আন্দোলনে থাকা বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক অবিলম্বে ৭ জানুয়ারির ডামি নির্বাচন বাতিল, শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং জাতীয় নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠনের দাবি জানাচ্ছে।" তিনি আরো বলেন যে, রাষ্ট্রের ওপর জনগণের মালিকানা পুনরুদ্ধার করতে হবে। একই সঙ্গে সব জোরপূর্বক গুম, হত্যা ও ভুতুড়ে মামলা বন্ধ করতে হবে এবং জনগণকে তার দমনমূলক শাসন থেকে রক্ষা করতে হবে।"এগুলো এখন জনগণের দাবি। আমরা জনগণকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই যে, তারা বিভিন্ন চাপ ও প্রলোভনের মুখে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং বিপুল সংখ্যক ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের অশুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছেন" বলেন বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০১.২০২৪ এলিনা)

ভোটার উপস্থিতির হারকে যে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে : সিইসি

বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার সম্পর্কে যে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে। সোমবার (৮ জানুয়ারি) বিকালে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। সিইসি বলেন, "কেউ যদি মনে করেন যে ভোট দানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, তাহলে তা যাচাই করতে এবং আমাদের সততা পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।""দিনের মাঝামাঝি সময়ে বা ভোট শেষ হওয়ার ঠিক পরে যে হার দেখা গেছে, তা অবশ্যই বাস্তবের সঙ্গে মিলবে না;" বলেন হাবিবুল আউয়াল। সিইসি জানান, চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশকে সত্যিকারের গণতন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধানের

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার টুর্ক বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার নবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সহিংসতা এবং বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের উপর দমনপীড়নের কারণে রবিবারের নির্বাচনের পরিবেশ বিপর্যস্ত হয় বলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সোমবার (৮ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান এই বক্তব্য দেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার টুর্কের বাংলাদেশ নিয়ে বক্তব্য সহিংসতা এবং বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর দমনপীড়নের কারণে রবিবারের নির্বাচনের পরিবেশ বিপর্যস্ত হয় বলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। টুর্ক বলেন, "ভোটের আগে কয়েক মাস ধরে হাজার হাজার বিরোধীদলের সমর্থককে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে অথবা ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। ঐ ধরণের কৌশল সত্যিকারের (গণতান্ত্রিক) প্রক্রিয়ার পক্ষে সহায়ক নয়।" তিনি বলেন, "আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তার সকল বাংলাদেশী জনগণের মানবাধিকারের বিষয়টিকে পুরোপুরি বিবেচনায় নিয়ে এবং দেশে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধানের কার্যালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ভোট গ্রহণের আগে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা গণহারে গ্রেফতার, হুমকি, জোরপূর্বক গুম, ব্ল্যাকমেইল এবং নজরদারি এধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা গেছে ফলে, প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচন বয়কট করে। বিরোধী দলগুলোর দ্বারা কথিত অগ্নি হামলাসহ রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা যায়। ২৮ অক্টোবর থেকে দলটির একজন প্রধান নেতাসহ প্রায় ২৫ হাজার বিরোধী সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। গত দুই মাসে অন্তত ১০জন বিরোধী দলের সমর্থক পুলিশের হেফাজতে মারা গেছে অথবা নিহত হয়েছে। সম্ভাব্য নির্যাতন বা কঠোর আটক অবস্থায় রাখার বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বলে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান মন্তব্য করেন। জোরপূর্বক গুমের সন্দেহজনক কয়েক ডজন ঘটনার খবর পাওয়া গেছে যার বেশির ভাগ ঘটে নভেম্বর মাসে, অনেক মানবাধিকার কর্মী আত্মগোপন করতে বাধ্য হন এবং কেউ কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান টুর্ক বলেন, "ঐ ঘটনাগুলোকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে হবে এবং দায়ীদের অবশ্যই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনতে হবে।"তিনি বলেন, "নির্বাচনী প্রচারণার সময় এবং নির্বাচনের দিন যে নিয়ম লঙ্ঘন ও অনিয়ম হয়েছে তার পূর্ণ ও কার্যকর তদন্ত হওয়া উচিত।" হাইকমিশনার বলেন, "বাংলাদেশে গণতন্ত্র কষ্টার্জিত এবং তা কেবল লোক দেখানোর জন্য হওয়া উচিত নয়।" তিনি বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এবং তা রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও হবে তা আমি আন্তরিকভাবে আশা করি। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে।"

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বেসরকারি ফলাফলে ২৯৮টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২২ আসনে জয়ী হয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। একজন প্রার্থীর মৃত্যু এবং একজনের প্রার্থিতা বাতিলের কারণে ২টি আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এই নির্বাচনে প্রদত্ত

ভোটের হার ৪১.৮ শতাংশ। বিএনপিসহ ১৬টি নিবন্ধিত দলবিহীন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে নির্বাচনী সহিংসতায় ২ জন গুলিবিদ্ধ ও ১ জন নিহত হয়েছে। ভোট বর্জন করা বিএনপিসহ দলটির আন্দোলনে সঙ্গী ৩৬টি দল ভোটের আগের দিন (৬ জানুয়ারি) ও ভোটের দিন (৭ জানুয়ারি) ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্র মনে করে এই নির্বাচন অবাধ বা নিরপেক্ষ হয়নি : ম্যাথিউ মিলার

অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের মতো যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, জানুয়ারির ৭ তারিখে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। সেইসাথে সবগুলো দল এই নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র হতাশা প্রকাশ করেছে। সোমবার ৮ জানুয়ারি দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, সমাবেশ করার স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানায়।" ৭ জানুয়ারি ২০২৪ অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে উল্লেখ করে মিলার বলেন, "এই নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার করা ও নির্বাচনের দিন ঘটা অনিয়মের রিপোর্টগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ জারি থাকবে।" নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনের আগের কয়েকমাসে ঘটা সহিংসতার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ম্যাথিউ মিলার বিবৃতিতে বলেন, "সহিংসতার এ ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করা ও এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করছি। সেই সঙ্গে সব রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার করার জন্যও আমরা আহ্বান জানাই।" মিলার আরও বলেন, "সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ ভিশন বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে একটি অবাধ ও মুক্ত ইন্দো -প্যাসিফিক, বাংলাদেশের মানবাধিকার ও সুশীল সমাজের প্রতি সমর্থন ও দু' দেশের নাগরিকদের সঙ্গে নাগরিকদের ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে গভীর করা।"

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বেসরকারি ফলাফলে ২৯৮ টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২২ আসনে জয়ী হয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। একজন প্রার্থীর মৃত্যু এবং একজনের প্রার্থিতা বাতিলের কারণে ২টি আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এই নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ৪১.৮ শতাংশ। বিএনপিসহ ১৬টি নিবন্ধিত দলবিহীন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে নির্বাচনী সহিংসতায় ২ জন গুলিবিদ্ধ ও ১ জন নিহত হয়েছে। ভোট বর্জন করা বিএনপিসহ দলটির আন্দোলনে সঙ্গী ৩৬টি দল ভোটের আগের দিন (৬ জানুয়ারি) ও ভোটের দিন (৭ জানুয়ারি) ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেনের ঘোষণা : বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিলে ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র ২৪ মে, ২০২৩-এ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের লক্ষ্যে নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ভিসা নীতির ঘোষণা দিতে গিয়ে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, "...আমি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের লক্ষ্যকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের ২১২ (এ) (৩) (সি) ('৩সি') ধারার অধীনে একটি নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করছি। এই নীতির অধীনে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে করা যেকোনো বাংলাদেশি ব্যক্তির জন্য ভিসা প্রদান সীমিত করবে। এর মধ্যে বর্তমান ও প্রাক্তন বাংলাদেশি কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং নিরাপত্তা পরিষেবার সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মে মাসের ৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে"। তিনি আরো বলেন, "গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে এমন কর্মের মধ্যে রয়েছে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, সহিংসতার ব্যবহার, জনগণকে তাদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত রাখা এবং রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ, বা মিডিয়াকে তাদের মতামত প্রচার থেকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে যেকোনো রকম ব্যবস্থার ব্যবহার"। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, "অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সকলের- ভোটার, রাজনৈতিক দল, সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে যারা চায় তাদের সকলকে আমাদের সমর্থন দিতে আমি এই নীতি ঘোষণা করছি"। সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বাংলাদেশিদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই বিবৃতিতে মিলার জানান, "এর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, বিরোধী ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্র কোনো পর্যবেক্ষক টিম পাঠায়নি"- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর

বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কোনো পর্যবেক্ষক টিম পাঠায়নি বলে সোমবার (৮ জানুয়ারি) ভয়েস অব আমেরিকাকে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর। পর্যবেক্ষকদের নিয়ে প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র ভয়েস অব আমেরিকাকে ইমেইলে জানান, "বাংলাদেশে ২০২৪ সালের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কোনো পর্যবেক্ষক টিম পাঠায়নি। যে ব্যক্তিরা বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়ে পর্যবেক্ষক হিসেবে কথা বলেছেন তারা

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোনো প্রতিনিধি নন এবং বেসরকারি নাগরিক হিসেবেই তারা কাজ করেছেন। তাদের মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না।" বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার নিয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "বাংলাদেশের নির্বাচনে কত ভোটার ভোট দিয়েছে তা নির্ধারণ করার মতো অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র না থাকলেও এ নির্বাচনে অন্যান্য নির্বাচনগুলির তুলনায় যে কম সংখ্যক ভোটার ভোট দিয়েছে বলে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো যে রিপোর্ট করেছে তা যুক্তরাষ্ট্রের চোখে পড়েছে। অনেক ভোটারই যে এ নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন সে ব্যাপারটিও যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্য করেছে।" এর আগে স্থানীয় (বাংলাদেশের) গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়, রবিবারের নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখেন বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পর্যবেক্ষকেরা। পরে সেদিন সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন কয়েকজন। ঐ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সাবেক সদস্য জিম বেটস, আমেরিকান গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিসের প্রধান নির্বাহী আলেক্সান্ডার গ্রে, কানাডার পার্লামেন্ট সদস্য চন্দ্রকান্ত আর্য, সিনেটর ভিক্টর ওহ ও আরও কয়েকজন। ইউএনবি বার্তা সংস্থা রিপোর্ট করেছে, ঐ সংবাদ সম্মেলনে তারা ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরাপদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের মতো যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, জানুয়ারির ৭ তারিখে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। সেইসাথে সবগুলো দল এই নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র হতাশা প্রকাশ করেছে। সোমবার ৮ জানুয়ারি দেয়া এক বিবৃতিতে মিলার বলেছেন, "বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, সমাবেশ করার স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানায়।" ৭ জানুয়ারি ২০২৪ অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে উল্লেখ করে মিলার বলেন, "এই নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার করা ও নির্বাচনের দিন ঘটা অনিয়মের রিপোর্টগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ জারি থাকবে।" নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনের আগের কয়েক মাসে ঘটা সহিংসতার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ম্যাথিউ মিলার বিবৃতিতে বলেন, "সহিংসতার এ ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করা ও এজন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করছি। সেই সঙ্গে সব রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার করার জন্যও আমরা আহ্বান জানাই।" মিলার আরও বলেন, "সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ ভিশন বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে একটি অবাধ ও মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক, বাংলাদেশের মানবাধিকার ও সুশীল সমাজের প্রতি সমর্থন ও দু'দেশের নাগরিকদের সঙ্গে নাগরিকদের ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে গভীর করা।"

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার ঘটনার নিন্দা জানালো ব্রিটেন

ব্রিটেন সোমবার (৮ জানুয়ারি) বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় সংঘটিত "ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার ঘটনার" নিন্দা জানিয়েছে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেফতার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দফতর এক বিবৃতিতে বলেছে, "গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, অবাধ এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার উপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এই মানদণ্ডগুলি ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "আমরা ভোটের আগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেফতারে উদ্বিগ্ন।" দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে রবিবারের সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার একদিন পর ব্রিটেন এই বিবৃতি দিল।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন ১৫ জানুয়ারির মধ্যেই : নসরুল হামিদ

আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। আজ সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি :

আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। আজ সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। নসরুল হামিদ বলেন, এবারের নির্বাচনে কমিশন শক্ত অবস্থান নেওয়ায় সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রার্থীরা যে যেভাবে এলাকায় সময় দিয়েছেন ভোটাররা নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হবে নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ-জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। আমাদের অর্থ বিভাগের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করতে হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম নির্ধারণে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হবে। রবিবার সারা দেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের সূত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া সারা দেশে নির্বাচন মোটামুটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ

হয়েছে। নির্বাচন হয়েছে ২৯৯ আসনে। ২৮টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলে প্রার্থী ছিলেন ১৯৭১ জন। ভোট নেওয়া হয়েছে ব্যালট পেপারে। ৩০০ আসনের মধ্যে মোট ২৯৮টির ফলাফল বেসরকারিভাবে জানা গেছে। নির্বাচনের নৌকা প্রতীক পেয়েছে ২২৪ আসন, স্বতন্ত্র ৬২, জাতীয় পার্টি ১১ ও কল্যাণ পার্টি একটি আসন পেয়েছে।
(রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আওয়ামী লীগ, ইশতেহারের ওয়াদা পালনের প্রতিশ্রুতি

জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দেশ পরিচালনা করবে বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এ সম্পর্কে এবারে জানানো হচ্ছে ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন :
জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দেশ পরিচালনা করবে বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। আজ সোমবার দুপুরে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের দেয়া ইশতেহার অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে। আগামী বাংলাদেশ হবে স্মার্ট ও সমৃদ্ধ। এই নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কাদের বলেন, বিএনপি জামায়াত এবারও ব্যর্থ হয়েছে। বার বার নির্বাচন বর্জন করে আগামী ৫ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া করণীয় নেই। আজ তাদের সব অভিযোগ বাস্তবতাবিবর্জিত, ভিত্তিহীন। প্রেস ব্রিফ করে বিএনপি মিথ্যাচার করে বক্তব্য দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ওবায়দুল কাদের বলেন, টানা চতুর্থবার ও পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা। তাকে ভারত, রাশিয়া, চীন, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা সাক্ষাৎ করে অভিনন্দন জানিয়েছেন, (স্বকণ্ঠে) : বিএনপি-জামায়াত এবারও ব্যর্থ হয়েছে। তাদের সকল ষড়যন্ত্রের জবাব ব্যালটের মাধ্যমে মানুষ দিয়ে দিয়েছে। বারবার নির্বাচন বর্জন করে বিএনপির জন্য এখন আগামী পাঁচ বছর অপেক্ষা ছাড়া আর কোন কিছুই করণীয় নেই।
এদিকে, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে প্রহসনের নির্বাচন দাবি করে দেশের জনগণ একচেটিয়াভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেছেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। সোমবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি জানান, ৭ জানুয়ারি প্রহসনের নির্বাচন দেশের জনগণ একচেটিয়াভাবে বর্জন করেছে। তাই নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবির পক্ষে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে আগামীকাল মঙ্গল ও বুধবার দুই দিনের গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি (স্বকণ্ঠে) : ৭ই জানুয়ারির ডামি নির্বাচন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাস্তবতা হচ্ছে যে, গতকাল এই নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয় নয়, শোচনীয় নৈতিক পরাজয় হয়েছে।
(রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

ডয়চে ভেলে

পঞ্চমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। পঞ্চমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা। নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছে বলে জানিয়েছেন সিইসি। নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। সোমবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান। সিইসি বলেন, "এবারের নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৫ লাখ ১ হাজার ৫৮৫ জন। তাদের মধ্যে ৪ কোটি ৯৯ লাখ ৫৫ হাজার ৪৪৫ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। এর শতকরা হার ৪১ দশমিক ৮ ভাগ।"
আওয়ামী লীগের পর ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে। তারা জয় পেয়েছে ৬১টি আসনে। জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি পেয়েছে মাত্র ১১টি আসন। এর আগের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৫৮টি আসন পেয়েছিল। ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ২৯৯টি আসনে অনুষ্ঠিত হয় ভোট। নওগাঁ-২ আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানে ভোট স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। রবিবার সকাল ৮ থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। শেষ হয় বিকাল ৪টায়। কেন্দ্রগুলোতে দেখা যায়নি ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। কয়েকটি আসনে বিচ্ছিন্ন সহিংসতা ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শেষ হয় নির্বাচন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী।
নির্বাচন ২০২৪ এই নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে আবারও বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেছে।

নৌকা মার্কায় তিনি মোট ভোট পেয়েছেন দুই লাখ ৪৯ হাজার ৯৬২টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এম নিজামউদ্দিন লস্কর। তিনি পেয়েছেন ৪৬৯ ভোট।

সংসদের তিনশটি আসনের মধ্যে এককভাবে ১৫১টি আসন পেলে সরকার গঠন করতে পারে একটি রাজনৈতিক দল। এর চেয়ে কম আসন পেলে অন্য দলগুলোর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ আবারও দুই তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ায় সেসব নিয়ে আরো কোনো জল্পনার অবকাশ নেই। আওয়ামী লীগের এবারের ইশতেহারে স্লোগান হলো : 'স্মার্ট বাংলাদেশ : উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান।' দলটি এবার তার ইশতেহারে নিত্যপণ্যের দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, কর্মসংস্থান তৈরি ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ মোট ১১টি বিষয়ের ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

১৯৯৬ সালের ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে প্রথমবার বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। তবে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ একভাবে ১৫১টি আসন না পাওয়ায় জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে দলটি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার ২১ বছর পর সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। এরপর ২০০১ সালের অষ্টম সংসদ নির্বাচনে আবারও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির কাছে পরাস্ত হয় দলটি। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ হয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা নিজের ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনে টানা দ্বিতীয় ও মোট তিন মেয়াদে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ। সেই সরকারেও প্রধান হন শেখ হাসিনা। ঐ নির্বাচনে অবশ্য অংশ নেয়নি বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে অংশ নেয়া না নেয়া নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল বিএনপি। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে দলটি। সংলাপে অংশ নেয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তারপর নির্বাচনে আসতে রাজি হয় তারা। সেই নির্বাচনেও নিরঙ্কুশ জয় পায় আওয়ামী লীগ। সেই ভোট নিয়ে অবশ্য আছে নানা বিতর্ক। সরকার বিরোধীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে ব্যালটে সিল মেরে, কারচুপির মধ্য দিয়ে নিজেদের জয় নিশ্চিত করে আওয়ামী লীগ। ঐ নির্বাচনে জয়ের পর টানা তৃতীয় ও মোট চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হ্যাট্রিক জয়ের মধ্য দিয়ে টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। সেই সরকারেরও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন শেখ হাসিনা ৭ জানুয়ারি হয়ে গেল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অনড় থাকা বিএনপি এই নির্বাচন বর্জন করেছে। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আরো ১৫টি দল নির্বাচন বর্জন করেছে। নির্বাচনে অংশ নিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, সংসদে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টিসহ নিবন্ধিত মোট ২৮টি দল।

ভোট বর্জনের ডাক দিয়ে ভোটের আগের দিন ও ভোটের দিন হরতাল ডেকেছে বিএনপি। 'বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র নিয়ে কখনো আপস' করেনি উল্লেখ করে ভোটের দিন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খান বলেন, “বিএনপি এবং ৬২টি সমমনা দল যারা এই প্রহসনের নির্বাচন বর্জন করেছে, তাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশের জনগণকে স্যালুট জানাই।" দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি তুলনামূলক কম থাকায় জনগণ ভোট বর্জন করেছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, “ভোটকেন্দ্রের সামনে কুকুর শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে।" বিএনপির এই বর্ষীয়ান নেতা গণমাধ্যমের প্রতি নিরপেক্ষভাবে ঢাকা এবং সারা দেশের নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরার আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের উদ্দেশে মঈন খান বলেন “আপনারা সরকারের হুমকিতে ভীত না হয়ে, আজকের নির্বাচনে যা সত্য, তা দেশবাসীর কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে উদ্ভাসিত করুন।" এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসিচব রুহুল কবির রিজভী বলেন, “আজকের নির্বাচন ইয়ার্কি ঠাট্টার একটি নির্বাচন। যেখানে কে, কোথায় বিজয়ী হবে তা তারা আগেই ঠিক করে রেখেছিলো।"

এর আগে রবিবার সকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক, পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, “ভোটারদের উপস্থিতি প্রমাণ করে বিএনপি তাদের আন্দোলনে পরাজিত হয়েছে। আজকে যারা বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, ভোটাররা তাদেরই বর্জন করেছেন।" বিএনপির উদ্দেশে ওবায়দুল কাদের বলেন, “ভোটে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি, ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন প্রমাণ করে যারা ভোট বর্জন করে নাশকতার আশ্রয় নিয়েছে, তারা আবার পরাজিত হলো।"

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কয়েকটি জেলায় সহিংসতা এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। নৌকার একজন সমর্থক নিহত হয়েছেন। ঘটেছে গুলিবিদ্ধ, আহত হওয়ার ঘটনা। চট্টগ্রামে ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে পিস্তল দিয়ে গুলি করতে দেখা গেছে এক যুবককে। সকাল ১১টার দিকে খুলশী এলাকায় পাহাড়তলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে যুবকের নাম শামীম আজাদ ওরফে ব্ল্যাক শামীম। তিনি ১৩ নম্বর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরীর সমর্থক হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রাম-৮ আসনে ভোট বর্জনকারী বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের কয়েক দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। চান্দগাঁও মৌলভী পুকুর পাড়ে এই ঘটনা ঘটে।

মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর এবং গজারিয়া) আসনে ভোটকেন্দ্রের পাশে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মৃণাল কান্তি দাসের এক সমর্থককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত মো. জিল্লুর রহমান মিরকাদিম পৌর শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি। মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে কাঁচি প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ফয়সালের সমর্থকেরা হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পরিবারের। টাঙ্গাইল-২ আসনের গোপালপুরে ভোটকেন্দ্র থেকে ভোটের পেপারসহ ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তাদের হামলায় দুই আনসার সদস্য আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সেখানে মারামারির ঘটনাও ঘটেছে। পটুয়াখালী-৪ আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকেরা ঈগল প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভোট গ্রহণ চলাকালে টিয়াখালীর দুটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। দ্বীন ই ইলাহী দাখিল মাদ্রাসার সামনে রাস্তার ওপর নৌকার সমর্থকেরা ঈগল প্রতীকের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। ভোটের দিন অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন বর্জন করেছেন অন্তত ২৮ প্রার্থী। ইসি জানিয়েছে, ১৪০টি কেন্দ্রে অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে হয়েছে ৪২ জনকে। চট্টগ্রাম-১৬ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। অন্তত ৯টি আসনে ২১টি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত করা হয়েছে। ভোটের পর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল। তিনি বলেন, “নির্বাচনে ৪০ শতাংশের মতো ভোট পড়েছে।" তবে ভোট গণনা শেষে হলে এই সংখ্যাটি বাড়তে বা কমতেও পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৮.১.২৪ রিহাব)

ভোটের হার নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই : সিইসি

বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল মনে করেন, নির্বাচন অধিকতর সর্বজনীন হলে ভালো হতো। তবে ভোটের হার নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে তা কোনো ‘ইস্যু নয়’ বলেও ডয়চে ভেলেকে জানান তিনি। ডয়চে ভেলে বাংলা বিভাগের প্রধান খালেদ মুহিউদ্দীনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। নির্বাচন কতটা সফল হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “কমিশন সার্বিকভাবে চেষ্টা করেছে নির্বাচন সফল করতে। এটাও কিন্তু একটা আপেক্ষিক বিষয়, কারণ, একটা বড় দল নির্বাচনে অংশহগ্রহণ করেনি। এটা অনস্বীকার্য।”

নির্বাচনে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। মুন্সিগঞ্জে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মৃণাল কান্তি দাসের এক সমর্থককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী ও নরসিংদীতে। তবে সার্বিকভাবে নির্বাচন যথেষ্ট সহিংসতামুক্ত হয়েছে বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, “নির্বাচন অনেকটাই সহিংসতামুক্ত হয়েছে এবং ভোটার উপস্থিতিও ছিল সব মিলিয়ে। আমাদের জন্য যেটা স্বস্তিদায়ক হয়েছে যে কোনো ধরনের সহিংসতা বড় ধরনের হয়নি, মৃত্যু ঘটেনি, যেটা আমরা সব সময় প্রত্যাশা করি যে মানুষ আহত না হয়, নিহত না হয়। সেদিক থেকে আপেক্ষিক অর্থে নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণ হয়েছে।"

নির্বাচনে বিএনপিসহ বেশ কিছু সরকারবিরোধী দল অংশ নেয়নি। তা নিয়ে আক্ষেপ আছি কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে সিইসি জানান, বিএনপি না আসায় তার মধ্যে ‘অসন্তোষ’ আছে, কারণ, আহ্বান জানানো হলেও তারা সাড়া দেয়নি। তিনি বলেন, “যদি ওরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন কোনো না কোনোভাবে, তাহলে নির্বাচন অনেক বেশি সর্বজনীন হতো। যদি রাজনীতির কথা বলি একটা দেশের নির্বাচন অধিকতর সর্বজনীন হওয়া প্রয়োজন। সেটা হলে ভালো হতো। সেটা হয়নি।" নির্বাচনের সময় ডয়চে ভেলের সংবাদকর্মীরা ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে খুব একটাভোটার উপস্থিতি দেখতে পাননি। এই বিষয়ে খালেদ মুহিউদ্দীনের প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, নগরের চিত্র দিয়ে সামগ্রিকভাবে ভোট পড়ার হার বোঝা যাবে না। নগর ও গ্রামে ভোটের চিত্র আলাদা বলে জানান তিনি। ভোটের দিন বিকাল ৩টা পর্যন্ত সারাদেশে ২৭ দশমিক ১৫ ভাগ ভোট পড়েছে বলে জানান নির্বাচন কমিশনের সচিব। এর এক ঘণ্টা পর বিকাল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়। কিন্তু ভোট শেষ হওয়ার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আউয়াল সংবাদ সম্মেলনে জানান, সারাদেশে ভোটের হার ৪০ শতাংশ। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের শুরুতে ২৮ শতাংশ ভোট পড়ার কথা বলে পরে তা সংশোধন করেন। এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এর জবাবে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, “এই বিষয়টি নিয়ে আমার মনে হয় বিতর্কের তেমন অবকাশ নেই। এখনও যদি কেউ মনে করেন ভোটের হার আসলে অনেক কম, আমাদের ভোটের হার সবশেষে হয়েছে ৪১ দশমিক আট শতাংশ। আমি যখন ৪০ শতাংশ বলেছিলাম, প্রথমে বলে ফেলেছিলাম ২৮ পার্সেন্ট। দুইটা বা তার আগে আমি একটু ঘুমিয়ে ছিলাম, পরে যখন সাড়ে চারটার দিকে ইন্টারভিউ হয়, তখন পর্যন্ত ড্যাশবোর্ডে যে তথ্যগুলো পুরোটা আসেনি। আংশিক যেটা এসেছে তাতে মনে হয়েছে ৪০ শতাংশ। চূড়ান্ত হার তখনই নিরূপণ করা যায় যখন সকল আসনের ফলাফল পাওয়া যায়। এবং সকল প্রার্থীর ভোট যোগ করা হয়।” এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু নেই বলে জোর দিয়ে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, “পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখন আছে। কারো যদি মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে থাকে সেটা এখনও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, এটা কি আসলে ৪১ দশমিক আট শতাংশ নাকি বেশি, নাকি কম। এটা আমার মনে হয় কোনো ইস্যু নয়।" তারপরও ভোট পড়ার এই হার কম বলে উল্লেখ করেন তিনি। এজন্য বিএনপির ভোটে অংশ না নেয়াকেই কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। “ওরা (বিএনপি) যদি অংশগ্রহণ করতেন তাহলে ভোট টা আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতো এবং ভোটাররা অধিকতর হারে ভোটকেন্দ্রে আসতেন।...বিদ্যমান ব্যবস্থায় আমার কাছে মনে হচ্ছে ৪২ শতাংশ ভালোই,” বলেন সিইসি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৮.১.২৪ রিহাব)

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। কোনো দল যদি নির্বাচনে অংশ না নেয়, তার মানে এই নয় যে গণতন্ত্র নেই। আজ দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। বিকেলে গণভবনে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। বিবিসির সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, "আপনি প্রধান বিরোধী দলকে ২০১৮ সালের পর থেকে সংলাপে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাদের অনুপস্থিতিতে গতকালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। যেখানে ৬০ শতাংশ মানুষ ভোট দেয়নি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সীমিত করা হয়েছে বলে মানবাধিকার কর্মীরা আপনার সরকারের সমালোচনা করছে। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশে একটি গতিশীল গণতন্ত্র থাকবে, যেখানে কোনো বিরোধী দল নেই ?"" জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রতিটি দলের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। সেখানে যদি কোনো দল নির্বাচনে অংশ না নেয়, তার মানে এই না যে গণতন্ত্র নেই। আপনাকে বিবেচনা করতে হবে মানুষ অংশ নিয়েছে কি না। আপনি যে দলের (বিএনপি) কথা বলেছেন তারা আগুন দেয়, মানুষ হত্যা করে। কিছুদিন আগে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ মেরেছে। এটা কি গণতন্ত্র? এটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। মানুষ এটা গ্রহণ করে না। এ ধরনের ঘটনা এ দেশে একাধিকবার ঘটেছে। আমরা ধৈর্য দেখিয়েছি। মানুষের অধিকারকে রক্ষা করতে হবে।"

বিরোধী দলবিহীন নির্বাচন এবং অর্ধেকের কম ভোট পড়া নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "যদি এখানে গণতন্ত্রের আর কোনো সংজ্ঞা থাকে সেটা ভিন্ন। মানুষের অংশগ্রহণই বড় কথা।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিএনপি মানুষকে এ নির্বাচনে ভোট না দিতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মানুষ তাদের কথা শোনেনি। "প্রধানমন্ত্রী বিবিসির সাংবাদিককে পাল্টা বলেন, "বিএনপি কত মানুষ মেরেছে সে প্রশ্ন তিনি করেননি। তারা ২০১৪-১৫ সালে যা করেছে তাতে তাদের কীভাবে গণতান্ত্রিক দল বলা যায়? তারা সন্ত্রাসী দল এবং মানুষ তাদের সমর্থন করে না।" ভারতের টেলিগ্রাফের সাংবাদিক দেবদ্বীপ পুরোহিত প্রশ্ন করেন, "নির্বাচন শেষ হয়েছে। আপনি যখন গণতন্ত্রের কথা বলছেন, তখন আপনার বিরোধী দলের প্রয়োজন হবে। এ ব্যাপারে আপনি কী ভাবছেন?" জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, "আপনি কি চান আমি একটি বিরোধী দল গঠন করি? আমি তা করতে পারি? আমি নিজেও বিরোধী দলে ছিলাম দীর্ঘ সময়। আমরা আমাদের দল গঠন করেছি। বিরোধীদেরও তা করতে হবে। আপনি যদি তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার জন্য কে দায়ী?" নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা দেশে আসায় প্রধানমন্ত্রী তাদের ধন্যবাদ জানান। বন্ধুপ্রতীম দেশগুলো থেকে সহায়তা অব্যাহত রয়েছে জানিয়ে তিনি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কারও সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। কারণ আমরা দেশকে উন্নত করতে চাই। " বিদেশি পর্যবেক্ষকদের একজন বলেন, "নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি পাঁচবার ক্ষমতায় এলেন। এর মাধ্যমে আপনি ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, বেনজীর ভুট্টো, গোল্ডমেয়ার ও মার্গারেট থ্যাচারকে ছাড়িয়ে গেছেন। আপনার এই বিজয় উদযাপনের অংশ হিসেবে আপনি কি ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ক্ষমা করার কথা বিবেচনা করবেন?" জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশ পরিচালনা করার সময় আপনি নারী নাকি পুরুষ এটা নিয়ে ভাবা উচিত নয়। আমি আমার দেশের মানুষের জন্য কাজ করেছি। নারী হিসেবে আমি জনগণকে মাতৃস্নেহের সঙ্গে দেখি। আপনি যে নারী নেত্রীদের নাম নিয়েছেন, তারা মহান ছিলেন। আমি তাদের মতো নই। আমি একজন খুব সাধারণ মানুষ। তবে আমি সবসময় মানুষের প্রতি আমার কর্তব্যের কথা অনুভব করি। আমাকে তাদের সেবা করতে হবে।" ড. ইউনূসের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শ্রম আদালত তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। তিনি তার নিজের কোম্পানির যাদের বঞ্চিত করেছেন, তারাই মামলা করেছেন। তিনি শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেন। এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। তাই তাকে ক্ষমা করার প্রশ্ন আমার কাছে আসা উচিত নয়। তার নিজের কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি।" ভারতীয় এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "ভারত বাংলাদেশের অসাধারণ বন্ধু। ১৯৭১ সালে তারা আমাদের সমর্থন করেছে। পঁচাত্তরের পর তারা আমাকে ও আমার বোনকে আশ্রয় দিয়েছে। ঘরের পাশের প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের সঙ্গে আমাদের অনেক সমস্যা থাকলেও আমরা তা দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান করেছি। প্রতিবেশী হিসেবে তাদের সঙ্গে আমাদের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও আমার ভালো সম্পর্ক রয়েছে।"

আগামী পাঁচ বছর বহির্বিশ্বের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক প্রত্যাশা করছেন- এই প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, "আমি আগেও বলেছি —অর্থনৈতিক উন্নতি` মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে আমরা সব ধরনের কাজও শুরু করেছি। এটা আমরা পূরণ করতে চাই।" যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কম ভোট পড়ার ব্যাপারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় নিয়ে মার্কিন একজন পর্যবেক্ষকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এটা এখন আপনাদের সরকারের উপর নির্ভর করছে।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ খুবই চমৎকার। আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নই। আমি কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করিনি। আমি খোলা মনের ও খুব উদারপন্থি মানুষ। দেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনভাবে কথা বলতে ও লিখতে পারে। তারা তাদের কাজ করতে পারে, আমি

কখনো হস্তক্ষেপ করি না। যখন কেউ সমালোচনা করে তখন তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে শোধরানো যায়, আমি এভাবেই দেখি।"(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৮.১.২৪ রিহাব)

শেখ হাসিনাকে ভারতের অভিনন্দন

নির্বাচনে জেতার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারত। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করায় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারত, চীন, রাশিয়াসহ সাত দেশের রাষ্ট্রদূতরা। আজ সোমবার সকালে গণভবনে শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারত, রাশিয়া, চীন, ভুটান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতরা। এ সময় তারা শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। এ ছাড়া আগা খান ডিপ্লোম্যাটিক রিপ্রেজেনটেটিভের একটি প্রতিনিধিদলও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বাংলাদেশ নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। নির্বাচনে জয়ের জন্য তিনি ভারতীয় জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফে তিনি শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন, নতুন সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে বংলাদেশের সম্পর্ক আরো মজবুত হবে। দুই দেশ একে অন্যকে জাতীয় উন্নয়নের কাজে সাহায্য করবে। সূত্র উদ্ধৃত করে এএনআই জানাচ্ছে, প্রণয় ভার্মা বলেছেন, বংলাদেশের মানুষ স্থিতিশীল, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ দেশ চান। ভারত তাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাহায্য করে যাবে। দুই দেশের দীর্ঘকলীন বন্ধুত্ব দিশা দেখাবে। মুক্তিযুদ্ধে দুই দেশের মানুষের বলিদান উদ্বুদ্ধ করবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৮.১.২৪ রিহাব)

কেন ভোট কম, ব্যাখ্যা দিলেন ভারত থেকে যাওয়া পর্যবেক্ষক

বংলাদেশের ভোটপর্ব নিয়ে সরকারি স্তরে প্রতিক্রিয়া দেয়া হয়নি। ভারত থেকে যাওয়া পর্যবেক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছে ডয়চে ভেলে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে ঢাকায় নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসাবে ভারত থেকে গেছেন সাবেক আমলা অমিতাভ রায়। ডয়চে ভেলেকে ফোনে অমিতাভ জানিয়েছেন, রবিবার সকাল আটটা থেকে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কেন্দ্র থেকে শুরু করে অনেকগুলি জায়গায় ঘুরেছেন। ভোটকেন্দ্রের অবস্থা দেখেছেন। তার প্রথমেই যে বিষয়টি মনে হয়েছে, তা হলো, ভোট অনেক কম পড়েছে। একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৩৩৭ জন, বেলা বারোটা পর্যন্ত সেখানে ভোট পড়েছিল ২৯২টি।

কেন এত কম ভোট পড়লো? অমিতাভ তিনটি কারণের কথা বলেছেন। "প্রথমত, এবার নির্বাচনের ফলাফল আগে থেকে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে ভোট দেয়ার বিশেষ তাগিদ ছিল না, দ্বিতীয়ত, সকাল থেকে বেশ ঠান্ডা ছিল, তৃতীয়ত, মূলত নতুন ভোটাররা ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছে।" তিনি জানিয়েছেন, "বাংলাদেশে এবার এক কোটি ৫৪ লাখ নতুন ভোটারের নাম তালিকায় উঠেছে। তারাই ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে বেশি উৎসাহী ছিল।" অমিতাভ বলেছেন, "মোট ১৫৭জন বিদেশি পর্যবেক্ষক ছিলেন। তার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে ভারত থেকে তিনজন গেছেন। অন্য কিছু সংগঠনের আমন্ত্রণেও কেউ কেউ গিয়েছিলেন। আর বিদেশ থেকে রিপোর্টার গিয়েছিলেন ৭১ জন।" অমিতাভ জানিয়েছেন, তিনি যে সব কেন্দ্রে ঘুরেছেন, সেখানে রিগিং বা ছাপ্পা ভোট নিয়ে কোনো অভিযোগ ছিল না। তিনিও সেরকম কিছু দেখেননি। ভোটকেন্দ্রের বাইরে প্রচুর ভিড় ছিল। ভিতরে ভোট কম পড়লেও বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন অনেক মানুষ। দেশে ফিরে এসে একমাসের মধ্যে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট দেবেন পর্যবেক্ষকরা। তখন অবশ্য নির্বাচনপর্ব অনেকটাই পুরনো হয়ে যাবে। বাংলাদেশে যাওয়ার পর সেদেশের পররাষ্ট্রসচিব পর্যবেক্ষকদের কাছে দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভৌগোলিক পরিচয় ও অন্যান্য বিষয়ে জানান। অমিতাভের মনে হয়েছে, পররাষ্ট্রসচিবের ঐ ভাষণ ছিল খুবই মনোগ্রাহী।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত একটাই মন্তব্য করেছে, সেটা হলো, "বাংলাদেশের নির্বাচন তাদের ঘরোয়া বিষয়। বাংলাদেশের নাগরিকেরা ঠিক করবেন, কাকে নির্বাচিত করবেন।"(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৮.১.২৪ রিহাব)

এনএইচকে

ভূমিকম্পের এক সপ্তাহ পর ইশিকাওয়া জেলায় ১৬৮ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে

ইশিকাওয়া জেলার কর্মকর্তারা বলেছেন, মধ্য জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার এক সপ্তাহ পর সোমবার দুপুর ২টা পর্যন্ত ১৬৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ক্ষয়-ক্ষতির সম্পূর্ণ পরিমাণ এখনও অজানা, তবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে, যাতে করে বেঁচে থাকাদের সন্ধান এবং ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করা যায়। নববর্ষের দিন বিকেল ৪টার কিছু পরেই ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এসময়ে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক জাপানি স্কেলে কম্পনের তীব্রতা শিকা শহরে সর্বোচ্চ ৭, নানাও, ওয়াজিমা এবং সুযু শহর'সহ আনামিযু শহরে কম্পনের তীব্রতা ৬ প্লাস রেকর্ড করা হয়। নোতো অঞ্চলে বড় ধরনের সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। এসময়ে উপকূলীয় এলাকায় সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ভূমিকম্পে ওয়াজিমা শহরে, একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্পট আসাইচি সড়কে ব্যাপক আগুন লেগে যায়। এতে করে দুই শতাধিক ভবন পুড়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইশিকাওয়া জেলার কর্মকর্তারা বলছেন, আনামিযু শহরের ইউইগাওকা এলাকায় একটি ভূমিধসে একাধিক বাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং রবিবার

পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা ভবনের ভেতরে আটকে পড়া জীবিতদের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলার কর্মকর্তারা খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্য ৩২৩ জনের নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করেছেন যারা সোমবার দুপুর ২টা পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন। বিধ্বস্ত সড়কের কারণে ২৪টি এলাকায় অন্তত দুই হাজার মানুষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে প্রায় ৪০০টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২৮,০০০-এর বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। পানি সরবাহ ব্যতীত এবং বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায়, বহু মানুষ তাদের বাড়িতে বা তাদের গাড়িতে ঘুমাচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যতীত এবং টয়লেটে পানি সরবরাহ-হীন অবস্থায় স্বাস্থ্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে উদ্বেগ বাড়ছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাঘাতের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরূপণ করা কর্তৃপক্ষের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও টুডে

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। নির্বাচন যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। এই বিজয় শুধু আমাদের নয় এটা জনগণের বিজয়। সোমবার বিকেলে গণভবনে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিনি আরো বলেন, এবারের নির্বাচন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। নির্বাচন নিয়ে এত আগ্রহ আগে কখনো দেখিনি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলেও জানান সরকার প্রধান। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

আগামী ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হতে পারে : নসরুল হামিদ বিপু

আগামী ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই কথা জানান। তার দাবি এবারে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে কোন পর্যবেক্ষক পাঠায়নি কানাডা সরকার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে কোন পর্যবেক্ষক পাঠায়নি কানাডা সরকার। সোমবার এক এক্স বার্তায় এ কথা জানায় কানাডা হাইকমিশন। বার্তায় আরো বলা হয়, নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে কানাডার যে দুই নাগরিকের কথা বিভিন্ন মাধ্যমে বলা হচ্ছে তারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই নির্বাচনের বিষয়ে তাদের মতামতের সঙ্গে কানাডা সরকারের সংশ্লিষ্টতা নেই। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

মাদারীপুরের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগমের বিজয় মিছিলে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগমের বিজয় মিছিলে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। সোমবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার আলিনগর ইউনিয়ন এর ফাসিয়াতলা বাজারে এই ঘটনা ঘটে।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা

গতকাল অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। রাতে বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী নৌকা প্রতীকে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন ২২৪টি আসনে। তাদের পর সবচেয়ে বেশি আসনে জিতেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তাদের দখলে গেছে ৬২টি আসন। আর লাঙ্গল প্রতিকে জাতীয় পার্টি প্রার্থীরা জিতেছেন ১১টি আসনে। আওয়ামী লীগের শরীক জাসদ, ওয়াকার্স পার্টি ও কল্যাণ পার্টি একটি করে আসন জিতেছে।(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

নির্বাচন নিয়ে কে কী বলল তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন নই : প্রধানমন্ত্রী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রবিবার সকালে ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের বলেছেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ এবং জনগণই তার শক্তি। নির্বাচন নিয়ে কে কী বলল তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন। তিনি বলেন, অনেক কিছুই আমাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। আজকে জনগণ সেই ভোটের অধিকার পেয়েছে।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। আর এবার এ নিয়ে টানা চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন তিনি। তবে জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কে হবে তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। গতকাল রবিবার

অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল ও এগিয়ে থাকা প্রার্থীদের তথ্যে দেখা গেছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবারও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনের বেসরকারি ফলাফল পাওয়া গেছে এর মধ্যে ২২২টিতে জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ। ক্ষমতাসীনদের পর সবচেয়ে বেশি জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। ৬২টি আসনে বিজয় বেশিরভাগই আওয়ামী লীগেরই নেতা। সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি জয় পেয়েছে মাত্র ১১টি আসনে। আর অন্যান্য দল জিতেছে একটি করে আসনে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টি, জাসদ ও বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে জয় পেয়েছে।

(রে. টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগের শরিকদের বেহাল অবস্থা

আওয়ামী লীগের সাথে ভাগাভাগি করে পাওয়া ছয়টি আসনের মধ্যে চারটিতে হেরে গেছেন ১৪ দলীয় জোটের শরিকরা। জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা ও জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু হেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে। তবে ১৪ দলীয় জোটের আরেক প্রার্থী ও ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন নৌকা প্রতীক নিয়ে বরিশাল-২ থেকে আসন থেকে বিজয়ী হয়েছেন। আর কক্সবাজার-১ আসন থেকে বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশ কল্যান পার্টির মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম।(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৃণমূল বিএনপির সব প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া ২৮টি দলের মধ্যে ২৩টি দলেরই কোন প্রার্থী জিততে পারেনি। প্রধান বিরোধী দল হওয়ার ঘোষণা দিয়ে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনীতিতে কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত পাওয়া তৃণমূল বিএনপির সব প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। দলটির চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী ১০ হাজার ভোটের কোটা ছুঁতে সম্ভব হলেও মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার পেয়েছেন মাত্র ৩,১৯০ ভোট। ৪ হাজারের কিছু বেশি ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন নাজমুল হুদার মেয়ে ও তৃণমূল বিএনপির নির্বাহী চেয়ারপারসন অন্তরা হুদা। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলের অন্যান্য প্রার্থীদের অধিকাংশই জামানত হারিয়েছেন। একই অবস্থা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম এর। সব মিলিয়ে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সব হারিয়েছে কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিতি পাওয়া বহুল আলোচিত এসব দল।(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে জাতীয় পার্টির

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গতকাল ভরাডুবি হয়েছে জাতীয় পার্টিরও। নানা নাটকীয়তা ও দেন দরবারের পর আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ২৬টি আসনে ছাড় পেয়েছিল জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। সব মিলিয়ে এবার ২৬৫টি আসনে দলটির প্রার্থী ছিল। শেষ পর্যন্ত ছাড় পাওয়া ২৬টি আসনের মাত্র ১১টি আসনে জিততে পেরেছেন জাপার প্রার্থীরা। সমঝোতার বাইরে কোন আসনে জিততে পারেনি দলটির প্রার্থীরা। লাঙ্গলের এসব প্রার্থীকে হারতে হয়েছে আওয়ামী লীগেরই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে। বেসরকারিভাবে প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী, জাপার চেয়ারম্যান জি এম কাদের, মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু, কো-চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও এ. বি. এম. রুহুল আমিন হাওলাদার বিজয় হয়েছেন। তবে গাইবান্ধা-১ এক আসনে আওয়ামী লীগের ছাড় পেয়েও হার মানতে হয়েছে জাতীয় পার্টির বর্তমান সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারীসহ আরো ১৫ জনকে।

(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১.৮ শতাংশ ভোট পড়েছে : সিইসি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১.৮ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। সোমবার দুপুরে তিনি এই তথ্য জানান। সিইসি জানান চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১.৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে রাশিয়া, চীন, ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের জন্য আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারত, রাশিয়া, চীন, ভুটান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলংকা। সোমবার সকালে দেশগুলোর হাইকমিশন ও রাষ্ট্রদূতরা গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং জানিয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত এই বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা ছাড়াও শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন আগা খান ডিপ্লোমেটিক রিপ্রেজেন্টটেটিভের প্রতিনিধিরা।

সাক্ষাৎকালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী হওয়ায় দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিজ নিজ দেশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রদূতরা। তারা বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীও তাদের ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সহযোগিতা কামনা করেন।(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য মাইলফলক : ওবায়দুল কাদের

জনগণের রায়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ জিতেছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। সোমবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এসব কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য মাইলফলক। বিএনপি-জামায়াতের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। যারা নির্বাচনে অংশ নেয়নি তাদের জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডামি পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে আওয়ামী লীগ : মঈন খান

বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করবে জানিয়ে আগামী দুই দিন মঙ্গল ও বুধবার দেশের প্রতিটি স্থানে গণসংযোগের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান। সোমবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মঈন খান অভিযোগ করেন যে সরকার ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ডামি প্রার্থী, ডামি ভোটারের পর ডামি পর্যবেক্ষকও নিয়োগ করেছে। সম্মেলনে তিনি অভিযোগ তোলেন যে ভোট প্রদানের হার নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দাবি অসত্য। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নির্বাচনকালীন সরকারের কার্যক্রম নিয়েও অভিযোগ তোলেন মঈন খান।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

এই নির্বাচন কোথাও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না : জি এম কাদের

নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাসে আমরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। সরকার আমাদের যে কথা দিয়েছিল সে কথা রাখেননি বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। সোমবার দুপুর ১২টায় রংপুর নগরীর স্কাইভিউ ভবনে নির্বাচন পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। জি এম কাদের বলেন, সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনে সরকার যেখানে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে চেয়েছে সেখানে সুষ্ঠু করেছে আর যেখানে চেয়েছে তাদের লোকজনকে জেতাতে সেখানে তারা আমাদের লোকজনকে ভয়ভীতি দেখিয়েও জোর করে সিল মেরে হারিয়ে দিয়েছে বলেন জি এম কাদের। জি এম কাদের বলেন, সার্বিকভাবে নির্বাচন ভালো হয়নি। তার বিশ্বাস এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

মানিকগঞ্জে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জে ট্রাক চাপায় অটোরিকশা চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন। সোমবার সকাল দশটার দিকে হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইড়-মানিকগঞ্জ সড়কে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার আউটপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাবিল হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত ও আহত সবাই সিএনজি চালিত অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ আসাদ)

টানা চতুর্থ বারের মত জয় লাভ করায় শেখ হাসিনাকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি

টানা চতুর্থ বারের মতো সংসদ নির্বাচনে জয় লাভ করায় আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার সন্ধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ এক পোস্টে এই তথ্য জানিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদি তার এক্স বার্তায় লিখেছেন আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছি এবং টানা চতুর্থ বারের মতো সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টির জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২২ টি আসনে জয়লাভ করেছে

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২২টি আসনে জয়লাভ করেছে। সোমবার বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এতে এবারের নির্বাচনে ঘোষিত ২৯৮ আসনের চূড়ান্ত বেসরকারি ফলাফল জানানো হয়েছে। ফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে ২২২ টি আসনে। জাতীয় পার্টি ১১ টি আসনে।

জাসদ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ ওয়ারকার্স পার্টি ১ টি করে আসনে জয়ী হয়েছে। এছাড়া ৬২ টি আসনে জয়ী হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

দেশের একটি মানুষও হতদরিদ্র থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

দেশের একটি মানুষও হতদরিদ্র থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আজ সোমবার গণভবনে দেশ-বিদেশের সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে ২০১৮ সালেই রেকর্ড গড়েছিল আওয়ামী লীগ। চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করেছিলেন শেখ হাসিনা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই রেকর্ড আরো সমৃদ্ধ করছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল ও তার সভাপতি। গতকাল রবিবার, ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বেসরকারি ফলে ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২২৫টিতেই নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ একককভাবে ২২২ আসন পেয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ৬২ আসনে। জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১১ আসন। ১৪ দলীয় জোটের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি এবং জাসদ জিতেছে একটি করে।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন ডিবি প্রধান হারুন অর রশীদ

সব রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দুর্বার ছুটে চলা শেখ হাসিনাই ফের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। এক নতুন বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু কন্যার রেকর্ড টানা চতুর্থবারের মতো সরকার প্রধানের পদ অলংকৃত করা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এমন আনন্দক্ষণে প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। আজ সোমবার হারুন অর রশীদ নিজের ফেইসবুকে পেইজে ফুল দেওয়া একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা স্যার অষ্টমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানাই।' টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে ২০১৮ সালেই রেকর্ড গড়েছিল আওয়ামী লীগ। চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করেছিলেন শেখ হাসিনা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই রেকর্ড আরো সমৃদ্ধ করছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল ও তার সভাপতি। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

১০ জানুয়ারি সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ : ওবায়দুল কাদের

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ। দিবসটি উপলক্ষ্যে ১০ জানুয়ারি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এ সমাবেশের আয়োজন করবে দলটি। বিজয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। আজ সোমবার আওয়ামী লীগের তেজগাঁও কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নির্বাচনের পরদিন এটি ছিল তাদের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন। এসময় ওবায়দুল কাদের বলেন, 'এই নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় মাইলফলক হয়ে থাকবে। বিএনপি-জামায়াত এবারো ব্যর্থ হয়েছে। বার বার নির্বাচন বর্জন করে আগামী ৫ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের আর করণীয় নেই। আজ তাদের সব অভিযোগ বাস্তবতা বিবর্জিত, ভিত্তিহীন। তারা মিথ্যাচার করে বক্তব্য দিয়েছেন। এমন মিথ্যাচার তাদের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী।' স্মার্ট ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। নির্বাচিত হওয়ার পর বিভিন্ন দেশ ও সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধিরা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

৪০ শতাংশ ভোট খুবই সন্তোষজনক : বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, '৪০ শতাংশ ভোট খুবই সন্তোষজনক। এটা ব্যাপক ভোট এই পরিস্থিতিতে। অনেক দেশে তো সাত শতাংশ ভোটও পড়ে না। আমরা মনে করি যে পরিস্থিতি হয়েছে ৪০ শতাংশ, ইজ বিগ টার্ন।' আজ সোমবার সচিবালয়ে নিজ দফতরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটার উপস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন। নির্বাচন পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমি আমার এলাকার নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার এলাকায় বলতে পারবো স্বতঃস্ফূর্ত, আপনারা অনেকেই ছিলেন আমি দেখেছি। সকাল থেকে কীভাবে মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য উৎসুক ছিল এবং বলা যেতে পারে একটা-দুইটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে খুবই সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়েছে। খুবই সুশৃঙ্খলভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।' তিনি বলেন, 'যারা পাশ করে আসছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। যারা পাস করতে পারেন নাই তাদেরও একটা প্রচেষ্টা ছিল, তাদের অবদান ছিল।' নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু ছিল। তার আগে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ছিল। বৃহৎ একটি দল বিএনপি-জামায়াত জোট সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করছে। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড চাপ ছিল যেটা আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন বক্তব্য আসছে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

জাতীয় নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে : সিইসি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল। এ ফলাফলে কারো সন্দেহ থাকলে চ্যালেঞ্জের আহ্বান দিয়েছেন তিনি। আজ সোমবার দুপুরে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ আহ্বান জানান সিইসি। ভোট পড়ার চূড়ান্ত হার জানিয়ে তিনি বলেন, 'এখন যে ফলাফল দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। কারো যদি সন্দেহ-দ্বিধা থাকে, ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ ইট এবং এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।' সিইসি বলেন, 'রেজাল্টগুলো আসছে যদি মনে করেন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, ওটাকে চ্যালেঞ্জ করে আমাদের অসততা আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এখন ফাইনাল পারসেন্টেজটা হচ্ছে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় শতভাগ আসনের ফলাফল ঘোষণা শেষে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ। এর মাধ্যমে দলটি টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

অবাধ, স্বচ্ছ ও উৎসবমুখর নির্বাচন হয়েছে : ভারতসহ ৯ দেশের পর্যবেক্ষক

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, স্বচ্ছ ও উৎসবমুখর হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতসহ নয়টি দেশের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। আজ সোমবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ কথা জানান। সংবাদ সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী এবং দেশটির মুসলিম কংগ্রেসের ডেপুটি চিফ সৈয়দ আলী জহির বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আমরা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ইরাক, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভারত, নেপাল এবং মালদ্বীপ থেকে এসেছি। আমরা ৫ জানুয়ারি বাংলাদেশে এসে প্রাক-নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি। ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন আমরা খুব সকালে পরিদর্শন শুরু করি। ঢাকা শহরের আশপাশে প্রায় ৩০টি ভোট কেন্দ্র ঘুরেছি আমরা।' সৈয়দ আলী জহির বলেন, 'বাংলাদেশে আসার পরই আমরা জানতে পারি যে, নির্বাচন বিরোধীরা ঢাকায় একটি ট্রেনে আগুন দিয়েছে। ভোট কেন্দ্র ভাঙচুর, আগুন লাগানোর কিছু খবরও আমরা শুনেছি। আমরা এই ধরনের কার্যকলাপের জন্য তীব্র নিন্দা জানাই। যারা এই ধরনের সহিংস ও ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকেও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে বলি। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ সরকার গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা আগেই বলেছি, ৫ জানুয়ারি থেকে গতকাল রবিবার পর্যন্ত আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। সাধারণ মানুষের ভোট দানে অনেক আগ্রহ ও উদ্দীপনা রয়েছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা লক্ষ্য করেছি সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে বিকেল ৪টায় শেষ হয়েছে। আমরা মানুষকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখেছি। এর মধ্যে নারী ও নতুন ভোটারদের উপস্থিতি আমাদের চোখে পড়েছে। সব কেন্দ্রের ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে ভোট দিতে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হননি।'

(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

নতুন সরকারের শপথ ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারির মধ্যে

বিএনপিবিহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। ফলে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আগামী ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচনে জয়ী সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের বিষয়টি নিশ্চিত করে গেজেট প্রকাশের কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। সংবিধান অনুযায়ী, গেজেট প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে শপথ পড়াতে হবে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গেজেট প্রকাশের পরপর স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তাদের শপথ পড়াবেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, নতুন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ আগামী ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি বিজয় অর্জনের পর স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরেন। এ কারণে ১০ জানুয়ারি নতুন নির্বাচিত সংসদ সদসদের শপথ গ্রহণ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনী পোস্টার-ব্যানার অপসারণ করছে ডিএনসিসি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। আজ ভোর থেকে নির্বাচনী পোস্টার, ব্যানার অপসারণ শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ডিএনসিসি। ডিএনসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের রাস্তায় কাজ করতে দেখা যায় সকাল থেকে। সরেজমিনে দেখা যায়, গুলশান-১, গুলশান-২, বনানী, মহাখালী এলাকায় রাস্তার উপর ঝুলে থাকা ব্যানার, পোস্টার অপসারণ করছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। তবে সড়কের ওপর থেকে এসব ব্যানার, পোস্টার অপসারণ করতে তাদের সমস্যাও হচ্ছে। কারণ, সড়কে যান চলাচল করায় ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না তারা। এর মধ্যে যেসব সড়কে ব্যানার, পোস্টার খোলা হয়েছে, সেগুলো ভ্যানে করে এসটিএসে

নিয়ে যাচ্ছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। রবিবার, ৭ জানুয়ারি নির্বাচন শেষ হওয়ার পরপরই ব্যানার পোস্টার অপসারণে নির্দেশনা দেয় ডিএনসিসির সংশ্লিষ্টরা। এরই মধ্যে ৭০ শতাংশ এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

এই বিজয় জনগণের বিজয় : প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন, জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন, এই বিজয় জনগণের বিজয়।' আজ সোমবার বিকেলে গণভবনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'আটবার নির্বাচন করেছি, এবার আবার। এবার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ৮০ ভাগ মানুষ দরিদ্র ছিল। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল দেশের মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। বাবা যে আদর্শ নিয়ে কাজ করেছেন, আমাকে সেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে।' তিনি বলেন, '১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট আমার পরিবারের ১৮জন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। আমার ছোটবোন শেখ রেহানা আর আমি বেঁচে যাই। ছয় বছর আমরা রিফিউজি ছিলাম। খুব কষ্টকর জীবন। ১৯৮১ সালে দেশের মানুষ আমাকে দেশে আনে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মিলিটারি ডিক্টেটররা আমার দলকে রাজনীতি করতে দেয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করে তাদের ক্ষমতায় বসায়। ঐ অবস্থায় আমি দেশে ফিরি। আমার লক্ষ্য ছিল, মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমার চলার পথ সহজ ছিল না। মৃত্যুকে বারবার কাছ থেকে দেখেছি। বাবার আদর্শ নিয়ে কাজ করছি। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছি। ২১ বছর পর সরকার গঠন করে মানুষের জন্য কাজ শুরু করি।' আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাই আমার লক্ষ্য। এবারের নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী মনোনয়ন করার পাশাপাশি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। এই বিজয় জনগণের বিজয়।' তিনি বলেন, একটি দল নির্বাচন বর্জন করেছে। মিলিটারি ডিক্টেটর থেকে যে দল সৃষ্টি তারা নির্বাচনকে ভয় পায়, কারণ তাদের জনসমর্থন থাকে না।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত-চীন-রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের অভিনন্দন

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারত, রাশিয়া, চীন, ভুটান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান ও ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত এবং মরক্কোর রাষ্ট্রদূত ও ডিন অব দ্য ডিপ্লোমেটিক কোর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ সোমবার গণভবনে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আগা খান ডিপ্লোমেটিক রিপ্রেজেন্টেটিভের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়ী হওয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্ব স্ব দেশের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান তারা। রাষ্ট্রদূতরা এসময় বাংলাদেশের সঙ্গে নিজ নিজ দেশের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতদের ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

মঙ্গলবার সর্বসাধারণের শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আগামীকাল মঙ্গলবার, ৯ জানুয়ারি সর্বসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবনে সকাল থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। মূলত এদিন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ের কারণে শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি। অনুষ্ঠানের শিডিউল সংশ্লিষ্টদের জানানো হবে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আসবেন। টানা চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাবেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

এবার সরকারের লক্ষ্য বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান : কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, 'দেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান, ফোর লেন রাস্তা দৃশ্যমান, পদ্মা সেতু দৃশ্যমান। রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল, পায়রা বন্দর দৃশ্যমান। বিদ্যুৎ দিয়েছি ঘরে ঘরে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে। কৃষি-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে। এবার সরকারের লক্ষ্য হলো বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।' আজ সোমবার বিকেলে পঞ্চমবারের মতো আওয়ামী লীগের টিকেট নিয়ে জয় লাভের পর টাঙ্গাইলের মধুপুরে দলীয় কার্যালয়ে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'মধুপুর-ধনবাড়ি উপজেলার গণমানুষের ভালোবাসা সারাজীবন মনে থাকবে। আমার পরিবারের সদস্যরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তারা কৃতজ্ঞ চিত্তে মনে রাখবে। মধুপুর ধনবাড়ি হবে শান্তির। সকলে মিলে মিশে আধুনিক মধুপুর ধনবাড়ি গড়তে চাই। এ দেশ সবার। সবাই আমাকে ভোট দিয়েছেন। সবাইকে ধন্যবাদ।' এর আগে বেলা ১১টার দিকে টাঙ্গাইলের মধুপুর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন কৃষিমন্ত্রী। পরে দুপুরে মধুপুর বাসস্ট্যান্ড চত্বরে পৌঁছালে দলের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী তাকে ফুল ছিটিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে চিত্রনায়ক ফেরদৌসের শ্রদ্ধা নিবেদন

এবারের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে বিজয়ী হয়েছেন চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ। চলচ্চিত্রের নান্দনিক অভিনয়ের মতো প্রথমবার নির্বাচনের মাঠে নেমেও সবাইকে তিনি রীতিমতো চমকে দিয়েছেন। তিনি ঢাকা-১০ আসনে নির্বাচন করেছেন। নির্বাচনের মাঠে নামার পর থেকেই তার সমার্থক ও ভক্তরা আশা করেছিলেন ফেরদৌস জয়ী হয়ে ফিরবেন। তিনি সবার প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। এবার তিনি আইনপ্রণেতার পরিচয়ে ভক্তদের মাঝে ফিরেছেন। রাজনীতির মাঠের এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ফেরদৌস। সেই সঙ্গে আনন্দিত তার ভক্ত-অনুরাগীরা। নির্বাচনের ফলফল ঘোষাণার পর থেকেই তিনি তার সহকর্মীদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় ভাসছেন। নির্বাচনে জয় লাভের পর আজ বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এ নায়ক। শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় ফেরদৌসের সঙ্গে ছিলেন ঢাকা-১০ আসনের নেতা-কর্মীরা। এ সময় নেতা-কর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে ফেরদৌসকে বরণ করে নেন। এরপর সবাইকে নিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ফেরদৌস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় ফেরদৌসের সঙ্গে ছিলেন নায়ক রিয়াজ, অভিনেত্রী তারিন ও নিপুণ। ফেরদৌস আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, 'আজ সকালটা শুরু করেছি বাবার কবর জিয়ারতের মাধ্যমে। আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য আমার নির্বাচনী এলাকার সব ভোটারদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার উন্নয়ন করতে চাই।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

ময়মনসিংহ-৩ আসনে বন্ধ কেন্দ্রের ভোট ১৩ জানুয়ারি

অনিয়ম ও সহিংসতার অভিযোগে ময়মনসিংহ-৩ আসনের স্থগিত করা একটি কেন্দ্রের ভোট আগামী ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইসি ভবনে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল। সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'দেশে শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে, অনিয়মের অভিযোগে ময়মনসিংহ-৩ আসনের একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত হওয়া কেন্দ্রটির ভোট গ্রহণ ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।' নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে প্রার্থীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে সিইসি বলেন, 'অভিযোগগুলো আমরা গ্রহণ করেছি। আপনারা জানেন, রিটার্নিং অফিসার যেটা ঘোষণা করেন সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে ইসির নিয়ম হচ্ছে, গুরুতর অভিযোগ থাকলে কমিশন সেটা পুনর্বিবেচনা করে থাকে। এছাড়া অভিযোগকারীরা চাইলে সুপ্রিম কোর্টের সাহায্য নিতে পারেন।' এবারের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক দল ও সমমনা দলগুলো অংশগ্রহণ করেনি জানিয়ে সিইসি বলেন, তারা ভোট বর্জন করে জনগণকে ভোট না দেওয়ার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছে। আমরা খুশি হতাম যদি সব দল অংশ নিতো। তবে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হয়নি।' এর আগে রবিবার, ৭ জানুয়ারি অনিয়মের অভিযোগে ময়মনসিংহ-৩ আসনের একটি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচন বর্জন করায় যুবসমাজকে অলির শুভেচ্ছা

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, এলডিপির প্রেসিডেন্ট অলি আহমদ বলেছেন, 'আমাদের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনে আমরা ৯৫ শতাংশ সফল হয়েছি।' তিনি বলেন, 'জনগণ সচেতন, তাই তারা নির্বাচন বর্জন করেছে। যুবসমাজ এতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তোমাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। এ দেশকে তোমাদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারো দাসত্ব করার জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি।' আজ সোমবার বিকেলে মগবাজার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এলডিপির সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। অলি আহমদ বলেন, 'ভোট চোর, দুর্নীতিবাজ, অর্থ পাচারকারী, কৃত্রিমভাবে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিকারী, গণতন্ত্র ধ্বংসকারী এবং জনগণকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিতকারিদের উপর গজব নেমে এসেছে। জনগণ তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে। সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে জনগণ। জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জনগণ পাতানো এবং ভাগাভাগির নির্বাচন বর্জন করেছে। অচিরেই এ সরকারকে বিদায় নিতে হবে, সময়ের ব্যাপার মাত্র। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেউ কেউ নর্থ-কোরিয়ার মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৮.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

RWANDA SIGNS MULTIPLE DEALS WITH JORDAN DURING KING'S VISIT

Rwanda and Jordan have signed multiple bilateral agreements as the two countries seek to broaden ties. The deals were signed by Rwanda's President Paul Kagame and Jordan's King Abdullah II Ibn Al-Hussein, who arrived in Kigali on Sunday for a three-day working visit. The pacts cover collaboration in health and medical science as well as economic, trade and agricultural cooperation. The two countries have also entered a tax agreement meant to eliminate double taxation and prevent tax evasion and avoidance, Jordan's palace said in a statement, adding that the two countries will also expand their ties in politics, defence and counter-terrorism. The war in Gaza also featured in the leader's talks.

(BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

PALESTINIANS MUST BE ABLE TO STAY IN GAZA : BLINKEN

US Secretary of State Antony Blinken says Palestinians must not be pressured into leaving Gaza, and must be allowed to return to their homes once conditions allow. Mr Blinken condemned statements by some Israeli ministers, who called for the resettlement of Palestinians elsewhere. The US official was in Qatar on his latest Middle East tour. His comments followed reports that up to 70 people were killed at Jabalia refugee camp in northern Gaza. (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

INDIA COURT CANCELS RELEASE OF 2002 RIOTS RAPISTS

Eleven men freed early after being found guilty of gang raping a pregnant Muslim woman must be returned to prison, India's Supreme Court has said. Part of a Hindu mob, the men were serving life terms for the attack on Bilkis Bano, as well as the murder of 14 of her family members, during anti-Muslim riots in Gujarat state in 2002. However, they were released in August 2022 by order of Gujarat's government. The order, and the celebrations as they left prison, caused global outrage. Ms Bano told the Supreme Court in a petition that the release of the men had shaken the conscience of the society. (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

BANGLADESH PM SHEIKH HASINA WINS CONTROVERSIAL POLL

Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina has secured her fourth straight term in a controversial election. Ms Hasina will serve another five years in office after her party the Awami League and its allies won 223 of 300 parliamentary seats contested. With the main opposition Bangladesh Nationalist Party boycotting the poll, Ms Hasina's party and allies are expected to win the remaining seats as well. The BNP alleged the poll was a sham. Sunday's result comes after mass arrests of BNP leaders and supporters. Official figures suggested a low voter turnout of about 40%, though critics say even those numbers may be inflated. In comparison, the last election in 2018 had a voter turnout of more than 80%. Political analysts Badiul Alam Majumdar told the BBC that the election commission was inflating the voter turnout. "From different sources and media reports, we have seen that the turnout (provided by the election commission) doesn't match with the reality," he said. Independents, almost all of them from the Awami League itself, won 45 seats and the Jatiya Party won eight seats. Results are expected to be announced officially later on Monday. It is the fifth term in total for Ms Hasina, who first became prime minister in 1996 and was re-elected in 2009, remaining in power since. "I am trying my best to ensure that democracy should continue in this country," she told reporters as she cast her vote. Awami League general secretary Obaidul Quader told reporters that Ms Hasina had instructed party leaders and supporters not to hold victory processions or indulge in celebrations. Human Rights Watch (HRW) estimates that nearly 10,000 activists were arrested after an opposition rally on 28 October turned violent, resulting in the deaths of at least 16 people and injuring more than 5,500. It accused the government of "filling prisons with the ruling Awami League's political opponents". The Awami League has denied these accusations. Fears have been raised that this new victory for the Awami League could lead to de-facto one party rule. Very few expect the government to relax its crackdown - particularly if opposition parties and civil society groups continue to raise questions over the legitimacy of the government. The BNP boycotted the election after the Awami League rejected their demands for an independent caretaker government to preside over the polls. (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

INDIA SUMMONS MALDIVES ENVOY OVER MODI INSULT ROW

India summoned the high commissioner of Maldives after a row broke out over derogatory posts made by three officials about PM Narendra Modi. The deputy ministers, who have been suspended, called Mr Modi a "clown", "terrorist" and a "puppet of Israel". A foreign ministry spokesperson said the comments were personal and did not represent the views of the government. Male's response came after the remarks set off an uproar and boycott calls on Indian social media. "All government officials responsible for the comments have been suspended from their posts effective immediately", a spokesperson for President Mohamed Muizzu's office told the BBC. (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

WHO CALLS OFF MEDICAL SUPPLY MISSION TO NORTH GAZA OVER SAFETY

The World Health Organization (WHO) has cancelled another mission to transport medial supplies to northern Gaza after failing to be given security guarantees. It is the fourth mission aiming to bring urgent supplies to the Al-Awda Hospital and a key pharmacy that

has been cancelled since 26 December, a statement from the UN's global health body says. The WHO adds it has been 12 days since it has been able to reach northern Gaza, where much of the heaviest fighting has been taking place since Israel launched a ground invasion. Sunday's delivery had been scheduled to ensure five hospitals in the north are able to continue treating people. (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

HAMAS-RUN HEALTH MINISTRY SAYS 73 KILLED IN 24 HOURS

Seventy-three Palestinians have been killed and 99 injured in Israeli strikes on Gaza over the past day, the Hamas-run health ministry has said. (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

CHINA SANCTIONS US DEFENCE FIRMS OVER TAIWAN SALES

China has announced sanctions on five Western defence firms over the latest round of US arms sales to Taiwan. The announcement comes as Taiwan prepares to hold presidential and parliamentary elections on 13 January. US weapons sales to Taiwan are a frequent source of tension between Beijing and Washington. China views democratically governed Taiwan as its territory, a claim Taiwan's government rejects. Last month, the US State Department approved a $300m sale of equipment to help maintain Taiwan's tactical information systems. The Chinese Foreign Ministry said in a statement on Sunday that the sanctions were "In response to these gravely wrong actions taken by the US". (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

SAID DENI RE-ELECTED SOMALIA'S PUNTLAND PRESIDENT

President Said Abdullahi Denied has been re-elected as the leader of Somalia's semi-autonomous region of Puntland after months of electoral disputes. He was voted back with 45 votes by members of Puntland's parliament on Monday. His closest challenger Guled Salah Barre received 21 votes, while Abshir Omar JAMA, a former Somali foreign affairs minister, finished third. Mr Denied was immediately sworn in for his second term. Like the rest of Somalia, Puntland holds indirect elections where clan elders pick MPs, who in turn elect the president. The vote followed campaigns marred by disputes and deadly violence. (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

PASSENGERS DIE IN NIGERIA BOAT CRASH

At least five people have died and more than 30 others been rescued after a boat accident in Nigeria. The boat capsized on Sunday along the Niger River in the south-eastern Anambra state. Authorities are still conducting investigations to determine the cause of the accident, the state's police spokesperson Tochukwu Ikenga told local media. Boat accidents are frequent in Nigeria, often due to poor maintenance and weak safety practices, including overloading of vessels with goods and passengers. (BBC Web Page: 08/01/24, FARUK)

:: The End ::